NARSINGHA

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ গঙ্গাবক্ষে চালু হতে চলেছে ওয়াটার ট্যাক্সি: অর্জুন সিং

অভিষেকের বাবাকে তলব পুরসভার, স্ক্যানারে কালীঘাটের বাড়ি ও সংস্থা ৩

কলকাতা ২৫ জুলাই ২০২৬ ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.07.2026, Vol. 20 Issue No. 45, 8 Pages, Price 3.00

ফের ইনস্টাগ্রামে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: ২৪ ঘণ্টা কাটবার আগেই ফের ইনস্টাগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বার্তা। নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই ভিডিও বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আজ ফের রাত ১১টা বাজতেই ইনস্টাগ্রামে বার্তা মূলত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের। বৃহস্পতিবারের মেসেজে মানুষের প্রতিক্রিয়ায় আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেন, 'বন্ধুরা, আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা যে ভাবে আমার গতকাল রাতের মেসেজে উত্তর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত।'

'ককরোচ'দের পাশে দাঁড়াতে দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট কেলেঙ্কারি প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত 'ককরোচ জনতা পার্টি'কে সমর্থন জানাতে আগামী সোমবারই দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে গত মঙ্গলবার, একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই তৃণমূলনেত্রী জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনে তিনি দিল্লি গিয়ে ককরোচ পার্টির সঙ্গে যোগ দেবেন। সেইমতো আগামী সোমবার তিনি দিল্লি গিয়ে 'আরশোলা'দের আন্দোলনে যোগ দেবেন। তবে তিনিও বিক্ষোভে বসবেন কি না, তা এখনও অজানা। দলীয় সূত্রের দাবি, সফরকালে আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গেও তিনি দেখা করতে পারেন। সেই সম্ভাবনাকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এর আগে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকেই মমতা আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'প্রয়োজন হলে আমি নিজেই ওদের কর্মসূচিতে যাব, যন্তর মন্তরে গিয়ে পাশে দাঁড়াব। শুরু থেকেই এই আন্দোলন এবং যুবসমাজের প্রতি আমাদের সমর্থন ছিল, এখনও আছে।' দলীয় মহলের মতে, সেই ঘোষণারই বাস্তব রূপ হতে পারে সোমবারের দিল্লি সফর।

এছাড়াও নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে যে আন্দোলন চলছে, তার প্রেক্ষিতেই এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশি পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেছেন মমতা।

ধর্মতলায় বিক্ষোভরত ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ। ছবি: অদিতি সাহা

'আরশোলা'র সমর্থনে বাম মহামিছিলে উত্তাল ধর্মতলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি কলকাতার রাজপথে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ধর্মতলার মোড়ে বিক্ষোভরত আন্দোলনকারী এবং পুলিশের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়। যদিও পুলিশের দাবি, মিছিলে 'বাইরের কেউ ঢুকে পড়েছে', এই সন্দেহ এবং অভিযোগে নিজেদের মধ্যেই মারপিট শুরু করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। যার ফলে কিছু ক্ষণের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুক্রবার মিছিলের শুরুতেই দেখা যায় এসএফআই, এআইডিএসও, আইসা-র মতো বাম ছাত্র সংগঠনগুলির পতাকা। ডোরিনা ক্রসিংয়ে মিছিল পৌঁছনোর পরই ধুন্ধুমার শুরু হয়। শোনা যায়, 'বহিরাগত'দের ঢুকে পড়ার অভিযোগও।

দুপুর থেকে কলকাতারক রাজপথে বাঁধভাঙা ছাত্র মিছিল দেখা যায়। মেডিক্যাল প্রবেশিকা (নিট)-র মতো পরীক্ষাগুলোয় স্বচ্ছতা ফেরানো এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল শুরু করে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। মিছিল শুরু হওয়ার খানিক ক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে পরিস্থিতি। পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, আন্দোলনকারীদের নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়েছিল। তাদের সামলানোর চেষ্টা হয়েছে মাত্র। বিক্ষোভকারীদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যেতে দেখা যায় পুলিশকে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, জুতো, বোতল ইত্যাদি ছোড়েন আন্দোলনকারীরা। খানিক পরে পরিস্থিতি সামলাতে র‍্যাফ নামায় প্রশাসন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ধর্মতলার ব্যস্ত রাস্তাগুলো। ডোরিনা ক্রসিংয়ের সামনে ভিড় জমান বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ-র দিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায় পুলিশ।

উল্লেখ্য, দিল্লির গণ্ডি পেরিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিবাদ। নিট-কাণ্ডে বিহারের রাজধানীতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে। গত ১৯ জুলাই কলকাতায় কর্মসূচি করতে চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে একটি ইমেল পাঠান ওই দলের সমর্থকেরা। যদিও তা নাকচ করে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। তার পর মঙ্গলবার আবার একটি ইমেল করা হয় বলে খবর। তাতে ২৪ জুলাই কলেজ স্ট্রিট থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি চাওয়া হয়।

দেশবিরোধী স্লোগান উঠলে ব্যবস্থার কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে শুক্রবার বামেদের মিছিলের মাঝেই কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও দেশবিরোধী কোনও স্লোগান বা কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। এমন কিছু ঘটলে প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মিছিলে কোথাও যদি দেশবিরোধী স্লোগান ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হবে। গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু দেশবিরোধী কোনও কার্যকলাপ চলবে না।' তিনি আরও বলেন, ''দেশ ১৯৪৭ সালেই স্বাধীন হয়েছে। 'আজাদি'র নামে উল্টোপাল্টা স্লোগান দেওয়া বা দেশবিরোধী প্রচার কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। বাংলা থেকে দেশবিরোধী শক্তিকে উপড়ে ফেলব। এই দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।''

শুক্রবার নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকে কলকাতায় বড় মিছিল বের হয়। প্রথমে ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলের পরিকল্পনা থাকলেও পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় শিয়ালদহ থেকে কর্মসূচি শুরু হয়।

খসড়া বিলে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

প্রশ্নফাঁসে ১০ বছর জেল, ১০ কোটি টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে অভিযুক্তদের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সেই সঙ্গে হতে পারে ১০ কোটি টাকা জরিমানা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা পরেই শুক্রবার এই সংক্রান্ত খসড়া বিলে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী সপ্তাহে সংসদে পেশ করা হতে পারে এই বিল।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিলটিতে অনুমোদন দিয়েছে। সেই বিল আইনে পরিণত হলে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় অভিযুক্তদের আরও কড়া শাস্তি দেওয়া যাবে। নিশ্চিত করা যাবে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এই সংক্রান্ত ঘটনার দ্রুত বিচারও। সূত্র বলছে, বিল আইনে পরিণত হলে প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে দোষীদের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। সঙ্গে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানাও করা হতে পারে।

বৃহস্পতিবার রাতে মোদী ভিডিয়ো বার্তায় জানান, ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন করে নিট-কাণ্ডের অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য খসড়া বিল তৈরি করছে সরকার। বৃহস্পতিবার রাতে ২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়োবার্তায় মোদী বলেন, 'প্রশ্নফাঁস কোনও সাধারণ বিষয় নয়। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।' তিনি জানান, এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আড়াই মাসে সরকারের তরফে অনেক পদক্ষেপ করা হয়েছে। দোষীদের গ্রেপ্তার করে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষার্থীদের যাতে এক বছর নষ্ট না হয় তাই দ্বিতীয় বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মোদীর এই আশ্বাসের পরেই অনশন প্রত্যাহার করে নেন গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোনম ওয়াংচুক। নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে অনশন করছিলেন তিনি। নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন করছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-ও। তাদের তিন দফা দাবির মধ্যে অন্যতম, দেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। ডাক্তারির প্রবেশিকা নিটে কেলেঙ্কারির কারণে গত মে মাস থেকে আত্মঘাতী হয়েছে কয়েক জন পরীক্ষার্থী। তাঁদের পরিবারকে এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দিতে হবে বলেও দাবি করেছে সিজেপি।

এই আবহে বৃহস্পতিবার রাতে ভিডিয়ো বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। তার পরেই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেখানে তিনি লেখেন, 'মাননীয় মোদীজি, আমাদের ছাত্রেরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করছেন। আপনি মধ্যরাতের করুণ ভিডিয়ো দিয়ে তাঁদের বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করবেন না।' তার পরেই প্রধানমন্ত্রীকে তিন দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দেন রাহুল; এক, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, দুই, পড়ুয়াদের মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তি, তিন, পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। মোদীকে নিশানা করেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তাঁর কটাক্ষ, একপাক্ষিক ভাবে 'মনের কথা' না-বলে লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরুন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে,নিট-কাণ্ড নিয়ে শুক্রবারও সরগরম ছিল সংসদ। দফায় দফায় অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের দুই কক্ষেই। পরে সারা দিনের জন্য লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। সংসদ চত্বরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদেরা। লোকসভার ভিতরেও ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার দাবিতে স্লোগান দেন তাঁরা। এই আবহে শুক্রবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে দোষীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করে যে বিল আনা হল, তাতে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

শুক্রবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে দোষীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করে বিল আনা হয়। তাতে অনুমোদনও দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার দাবিতে অনড় সিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকেও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় রইল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। শুক্রবার দুপুরে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সিজেপি-র দুই প্রতিনিধি সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা। ধর্মেন্দ্রের ইস্তফা ছাড়াও বৈঠকে আরও দুই দাবির কথা জানান তাঁরা।

প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠকের পর সিজেপি-র দাবি, শনিবার বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়েছে কেন্দ্র। শনিবার তাদের সঙ্গে কেন্দ্রের আরও একটি বৈঠক হতে পারে। ধর্মেন্দ্রকে না-সরানো হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ডাকও দিয়েছে সিজেপি। ধর্মেন্দ্রের ইস্তফা ছাড়াও আরও দুই দাবির কথা তুলেছে ককরোচ পার্টি। বৈঠকেও ওই দুই দাবির বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাদের দুই প্রতিনিধি। ওই দুই দাবির একটি হল, নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের পর আত্মহত্যা করা পড়ুয়াদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ। অপরটি হল, আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মামলা এবং এফআইআর খারিজ। শুক্রবারের বৈঠকের পর

সিজেপি জানিয়েছে, এই দুই দাবি মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু জটিলতা ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায়। ককরোচ জনতা পার্টির সাফ কথা, অন্য যে দাবিই মানা হোক, প্রধান ইস্তফা না দিলে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করা হবে না। বরং আগামী দিনে আরও তীব্র হবে আন্দোলন।

বৈঠকে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা খোলসা করতে চাননি দুই মন্ত্রী। নাড্ডা কেবল জানিয়েছেন, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'ওঁরা তিনটি দাবির কথা জানিয়েছেন। পরীক্ষা ব্যবস্থায় পাঁচটি সংস্কারের প্রস্তাবও দিয়েছেন। তাঁদের বলেছি, আমরা কাল বিকেলে আবার বৈঠকে বসব।'

বৈঠক শেষে ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা দাবি করেন, 'কেন্দ্র আমাদের দুই দাবির সঙ্গে নৈতিকভাবে সহমত হয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসে অসন্তোষ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং একের পর এক অনিয়মের ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্রের প্রতিনিধির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'বারবার এই ধরনের ভুল বা গোলমাল এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।' পরীক্ষাব্যবস্থার এই গুরুতর ত্রুটি দূর করতে আগামী দিনে নিট সম্পূর্ণ কম্পিউটার বেসড বা অনলাইন মোডে নেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্র কী ভাবছে, তা বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছে বিচারপতি পি এস নরসিংহ এবং বিচারপতি অলক আরাধের বেঞ্চ। পুরো বিষয়টি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পাওয়া পর্যন্ত শীর্ষ আদালত যে কড়া নজরদারি রাখবে, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এই ইস্যুতে আদালতের প্রশ্ন, পরীক্ষা পুরোপুরি অনলাইন নির্ভর করা হলে পরীক্ষার্থীদের তথ্য ও সাইবার নিরাপত্তা কীভাবে সুনিশ্চিত করা হবে? কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা ও উদ্বেগ দূর করতে সরকার 'দশ পা এগিয়ে' কাজ করছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরিকল্পনা আদালতের সামনে তুলে ধরতে তিনি কিছুটা সময় চান। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৩ অগস্ট। অন্যদিকে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে উত্তাল রাজধানী। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে যন্তর মন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র ব্যানারে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। 'চলো সংসদ' অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষও বাঁধে, চলে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস।

পাশাপাশি, এই আন্দোলনের সমর্থনে অনশনে বসা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে প্রথমে সফদরজং এবং পরে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সরকারের তরফে লিখিত আশ্বাস মেলার পর শুক্রবারই অনশন প্রত্যাহার করেন ওয়াংচুক।

আদালতের কড়া অবস্থানের মুখে পড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতি রুখতে বিদ্যমান আইনকে আরও কঠোর করার পথেই হাঁটছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, 'পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) অ্যাক্ট, ২০২৪'-এ বড়সড় সংশোধনী আনতে চলেছে মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে অনুমোদনের পর প্রস্তাবিত এই আইনে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য 'ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট' গঠনের পাশাপাশি কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বিপুল আর্থিক জরিমানার সংস্থান রাখা হচ্ছে।

মহানায়কের স্মৃতিতে চলচ্চিত্র কেন্দ্রের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতিকে আরও মর্যাদা দিতে রাজ্যে তাঁর নামাঙ্কিত একটি চলচ্চিত্র কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে কলকাতা পুরসভার পরিচালনাধীন উত্তম মঞ্চের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজও করা হবে। শুক্রবার মহানায়ক উত্তম কুমারের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এ দিন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উত্তম কুমারের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, আগামী ৩ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহানায়কের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চার দিনব্যাপী বিশেষ উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। সেই অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস, মহানায়কের অবদান এবং চলচ্চিত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তম কুমারের স্মৃতিকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তাঁর নামে একটি আধুনিক চলচ্চিত্র কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী উত্তম মঞ্চের পরিকাঠামোও আধুনিক করা হবে, যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মারক ফলকেরও উন্মোচন করেন।

উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ সাংস্কৃতিক জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এর আগে শুক্রবার সকালে টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তম কুমারের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানায় রাজ্য বিজেপির সাংস্কৃতিক সেল এবং দক্ষিণ কলকাতা জেলা সাংস্কৃতিক সেল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ।

দুর্নীতির রুখতে কঠোর রাজ্য, কোপে দুই এমভি ইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইনের উর্ধ্বে কেউ নন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে আরও এক বার কড়া বার্তা দিল রাজ্য সরকার। পশ্চিম বর্ধমানের রামপুর চেকপোস্টে একটি পণ্যবাহী ট্রাককে বেআইনিভাবে আটকে রেখে চালকের উপর চাপ সৃষ্টি এবং সরকারি বিনামূল্যের করের নামে বেআইনিভাবে ২২ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগে পরিবহণ দপ্তরের দুই মোটর ভেহিকল ইন্সপেক্টরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনার ফৌজদারি তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি অ্যান্টি-কোরাপশন ব্যুরোর (এসিবি) কাছে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে রাজ্য সরকার। দুর্নীতি, তোলাবাজি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা সাধারণ মানুষকে হয়রানির মতো কোনও ঘটনাই বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলেও তিনি দাবি করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট অনুযায়ী, সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের রামপুর চেকপোস্টে ঝাড়খণ্ড নম্বরের (জেএইচ০৯বিএ৩৫৩৫) একটি পণ্যবাহী ট্রাককে বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়। অভিযোগ, চালকের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাজ্য সরকারের তরফে বিনামূল্যে পরিষেবার নামে বেআইনিভাবে ২২ হাজার টাকা দাবি করা হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

০৩/০৭/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Abdur Ali Sekh, Abdar Ali Sk ও Abdarali Shaikh ও আমার পিতা Marfat Ali Sekh Marfat Ali Sk ও Marfat Ali Shaikh সকলে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Dr. Avijit Saha পিতা-Lt. Amal Krishana Saha সাং কৃষ্ণনগর হাউজিং কোঃ অপাঃ সোসাইটি লিমিটেড, অঙ্গনা, কৃষ্ণনগর-১ ভোটার ও প্যান কার্ডে আমার নাম অভিজিৎ সাহা আছে। গত ২০/৭/২৬ তারিখে ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়ার এফিডেভিট বলে Dr. Avijit Saha ও Avijit Saha উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **NIBEDAN JANA,** son of Radhasyam Jana, a permanent resident of Ramakrishna Math, Belur, P.O. Belur Math, P.S. Bally, Dist. Howrah, West Bengal 711202, henceforth, vide an Affidavit No.18230/26 dated 11.06.2026, sworn before the Executive Magistrate I-Class, Howrah, shall be known as **SWAMI SHIVATAMANANDA.**

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **PRADYUT HALDER**, C/o Swapna Halder, residing at 211/A/4, Picnic Garden Road, Tiljala, Kolkata- 700039, have rectified my name from **PRADYUT BAYEN to PRADYUT HALDER**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide **Affidavit No. 15903 on 08/04/2026, PRADYUT BAYEN** and **PRADYUT HALDER** is same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Angana Chakraborty, W/o. Subhas Chakraborty, R/o. Vill. Paschimpara, P.O. Nimdangi, P.S. Pursurah, Dist. Hooghly-712414, W.B., do hereby declare that in my daughter's Aadhaar Card, where her name has been recorded as Sathi Chakraborty instead of her correct & actual name Swati Chakraborty, which I want to rectify in her said Aadhaar Card when & where necessary against this affidavit vide no. 4775, dated 08.07.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Arambagh, Hooghly Court. Henceforth, my daughter will be known as Swati Chakraborty instead of Sathi Chakraborty. That, Swati Chakraborty & Sathi Chakraborty both are the same & one identical person.

গত 20/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 05 নং এফিডেভিড বলে আমি Jayram Santra S/o. Harendra Nath Santra ও Joyram Samanta S/o. H. N. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 19 নং এফিডেভিড বলে আমি Subhash Pentha Behera S/o. Sudama Pentha Behera ও Subhash Pent Behera S/o. S. P. Behera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 20 নং এফিডেভিড বলে আমি Kushal Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Arun Kumar Mukherjee ও A. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I Sakina Khatun, D/O - Matijul Sk, Vill - Ransagar, P.O - Murshidabad, P.S & DIST - Murshidabad, have changed my name to Sokhina Khatun vide affidavit Date- 22th of May 2026 at Lalbagh Sub-Divisional Court , Lalbagh, Murshidabad.

CHANGE OF NAME

I, Jayanta Roy S/o, Juthika Roy, R/o, B/43, Jamuna Nagar, P.O - Mukundapur, P.S - Purba Jadavpur , South 24 Parganas - 700099. That my name was wrongly recorded as Jayanta Ray instead of Jayanta Roy in my Passport Book. I declare that my correct name is Jayanta Roy by virtue of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, Kolkata - 700027, Affidavit No - 65330 dated 23/07/2026. Jayanta Ray and Jayanta Roy are both same and identical persons.

CHANGE OF NAME

I, Anita Mondal, daughter of Khittish Mondal (old name), resident of NP-173, Nayapatty Paschim Para, Krishnapur, Bidhannagar, Kolkata – 700102, West Bengal, do hereby declare that I have changed my daughter's name from Kakon Mondal (old name) to Lipika Mondal (new name), and henceforth she shall be known as Lipika Mondal (new name) for all purposes, vide Affidavit No. 16643 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 23/07/2026. Lipika Mondal (new name) and Kakon Mondal (old name) are the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Lalon Sk** S/O Rejaul Sk residing at Vill.- Balibona, P.O.- Shibnagar, P.S.- Sagarpara, Dist.- Murshidabad, PIN- 742306, W.B. do hereby declare vide affidavit in the Court of Learned Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore dated 18.02.2026 that my actual and correct name is Lalon Sk and it is recorded in the Aadhaar Card being no. 9810 9129 8713 of my Son namely Selim Sk but my name has been written as Lalon Sekh in my EPIC being no. RDV1088590 and Lalanb Sk in my Aadhaar Card being no. 4056 3204 1342. Lalon Sk, Lalon Sekh and Lalanb Sk i.e. myself am the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Sagir Paik, Son of Aktar Paik, residing at Vill-Matilal Paikpara, P.O. Bahirchak, P.S. Dholahat, Dist-South 24 Parganas, State-West Bengal, have changed my name from Md Sagir Paik to **Sagir Paik** and henceforth I shall be known as **Sagir Paik** in all purpose, as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kakdwip, South 24 Parganas Vide Affidavit No.1049 dated 20.07.2026. "**Sagir Paik**" and "Md Sagir Paik" both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ শ্রীমতী আরতি রায়, স্বামী- প্রদীপ কুমার রায় দিং গত ইং ০১.০২.২০১২ তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসের I-944/12, I-945/12, ও I-946/12, নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার ৭১ নং কৌতুকনগর মৌজায় আর. এস. ৭৪৯, ৬৮৬ নং খতিয়ানে, এল.আর. ৫৩৬, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭ নং খতিয়ানে এবং R.S ও L.R ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ৩০১ নং দাগে মোট ৩২১.৬ শতক সম্পত্তি দিপ্তী বিশ্বাস দিগরের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত দিপ্তী বিশ্বাস, স্বামী- সমীর কৃষ্ণ বিশ্বাস দিং ঐ সম্পত্তি গত ইং ০৩.০৮.২০০৯, ১১.০৬.২০০৯, ৩০.১২.২০০৯ ও ২৫.০৭.২০১১ তারিখের ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটনের নোটারী পাবলিকের আমমোক্তার দলিলবলে যাহা কালেক্টার নদীয়ার ডকেট নং ৪৮৩১ তাং ০৮.০৩.২০১০, ৪৮৩২ তাং ০৮.০৩.২০১০, ৪৮৩৩ তাং ০৮.০৩.২০১০, ৫৮৮২ তাং ১৪.০৯.২০১১ দ্বারা শেখর সরকার দিং-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার একটি মূল বিক্রয় দলিল গত ২৩/০৭/২০২৬ তারিখে বেলা ১১:০০ টা নাগাদ বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাড়ি আসার পথে আমার পাড়ার রাস্তায় হারিয়ে গেছে। হারানো দলিলের বিবরণ রেজিস্ট্রি অফিস A.D.S.R. বহরমপুর, দলিল নং I-২৮৬২/১৯৯৭, তারিখ ০৯/০৪/১৯৯৭, ভলিউম নং ৫০, পৃষ্ঠা ২৭৩ থেকে ২৭৯। উক্ত দলিলটি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধক রাখা হয়নি এবং কোনো সরকারি বা বেসরকারি অফিসে জমা দেওয়া হয়নি। এই মর্মে বহরমপুর পুলিশ স্টেশনে একটি ডায়েরি করা হয়েছে যার GDE No. 2038, তারিখ ২৪/৭/২৬ এবং নোটারি পাবলিক, বহরমপুর-এর সম্মুখে গত ২৪/০৭/২০২৬ তারিখে একটি এফিডেভিট সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দলিলটি পান এবং উক্ত দলিল সংক্রান্ত সম্পত্তিতে কোনও দাবি, স্বত্ব, অধিকার বা আপত্তি যদি কারো থাকে, তবে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্য যেগাযোগ করুন মাধব চন্দ্র হালদার, পিতা মৃত নারায়ন চন্দ্র হালদার, ঠিকানা ৩০২ নং এ,সি রোড ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ খাগড়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মোবাইল নং- ৬০০১২৮০৩৮৫।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী দেবলাল ঘোষ**, পিতা হাবু ঘোষ, সাকিম চাঁদরা, শ্রীপুর বাজার, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪, মহাশয় বিগত ইং ০৮/০৭/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07477/ 2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী অমিত গোল**, পিতা অমল চন্দ্র গোল, সাকিম ডুমুরদহ ধাম, ডুমুরদহ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11308/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **"দেবস্মি এন্টারপ্রাইজ"** সাকিম বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, পক্ষে অথরাইজ্‌ড পার্টনার **শ্রী বৈদ্যনাথ সাহা**, পিতা ৺স্বদেশ চন্দ্র সাহা, সাকিম বাঁশবেড়িয়া ক্ষুদিরাম পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা চাঁদরা, ৯৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৩৫৯ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৬৪৫ নং তথা হাল এল.আর. ৯১৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.৭৭ একর বা ৭৭ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি **"দেবস্মি এন্টারপ্রাইজ"** পক্ষে অথরাইজ্‌ড পার্টনার **শ্রী বৈদ্যনাথ সাহা**, পিতা ৺স্বদেশ চন্দ্র সাহা, নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/ করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**শ্রী অমিত গোল, আমমোক্তার**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **(১) কুনাল শর্মা**, পিতা - কবীন্দ্র নাথ শর্মা, **(২) নিধি আরোরা মিত্র**, পিতা - গোপীকৃষণ আরোরা, ইডেন রিয়েলিটি ভেঞ্চার্স প্রাইঃ লিঃ, ৭, জে. এল. নেহেরু রোড, পোঃ ও থানা - নিউমার্কেট, কোলকাতা - ৭০০০১৩, এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আপনাদের নাম বরাবর **তাসমীনা রহমান** ও **আজিজুর রহমান** কর্তৃক প্রদত্ত **"স্পেসিফিক পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নী" গত ইংরাজীর ৯ই জুলাই ২০২৬ হইতে রদ ও রহিত হইয়াছে।** উপরিউক্ত **"পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নী"** রদ হইবার কারণে কেহ যদি উক্ত পাওয়ার বলে কোন কার্য্য করেন তাহা আইনত দণ্ডনীয় হইবে। **তপশীল:-** অ্যাপার্টমেন্ট নং - ৬০৬, ৫ম তলা, টাইপ - ডি ১, টাওয়ার- ই, জোন ই -১, প্রোজেক্ট সোলারিস সিটি, শ্রীরামপুর, ফেস - ১, হুগলী।

Maitrayee Das Maity (Advocate)
District Judge's Court, Hooghly

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, **M/s Agentricx.AI** প্রতিষ্ঠানটি ২৭ জুন, ২০২৬ তারিখ থেকে স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত (Voluntary Dissolution) হয়েছে এবং উক্ত তারিখ থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে।

অতএব, বিলুপ্তির কার্যকর তারিখের পর **Agentricx.AI**-এর নাম ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বা প্রদত্ত কোনো প্রতিশ্রুতি, প্রতিনিধিত্ব, চুক্তি, লেনদেন, যোগাযোগ, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো কার্যকলাপের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ কোনোভাবেই দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবেন না। উক্ত তারিখের পর **Agentricx.AI**-এর নামে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে কোনো প্রকার লেনদেন বা যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিজস্ব দায়িত্ব ও ঝুঁকিতে সম্পন্ন হবে।

এছাড়াও, **Agentricx.AI**-এর ব্যবসা, ব্রান্ড নাম, ডিজিটাল সম্পদ, মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) এবং সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত Dissolution Deed-এর শর্তাবলি অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

স্বাক্ষরিত
সৌমেন্দ্র ভট্টাচার্য
নিধি গুপ্তা

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী অবনী কুমার চক্রবর্তী**, পিতা ৺প্রভাত চক্রবর্তী, সাকিম কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৪৭, মহাশয়, বিগত ইং ০৭/০২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00425/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রতন মজুমদার**, পিতা ৺নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, সাকিম জিরাট হাটতলা, জিরাট, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02160/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রমা মজুমদার**, স্বামী শ্রী রতন মজুমদার, সাকিম জিরাট হাটতলা, জিরাট, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা জিরাট, ১০৯ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৮৩৫ নং খতিয়ান হইতে, ১)আর.এস. ১২৮২/১৭৯৬ নং তথা হাল এল.আর. ২১৬৫ নং দাগে ভিটি জমি ০.৪৯ শতক সম্পত্তি এবং ২)আর.এস. ১২৮২/১৭৯৭ নং তথা হাল এল.আর. ২১৬৬ নং দাগে ভিটি জমি ৫.৩০ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ৫.৭৯ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী রমা মজুমদার**, স্বামী শ্রী রতন মজুমদার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী রতন মজুমদার, আমমোক্তার**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫শে জুলাই, ৮ই শ্রাবণ। শনি বার। একাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, বেলা ১২/১৪ র পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শয়ন একাদশী তিথি, শ্রী শ্রী হরিশয়নী একাদশী। চাতুর্মাস্য।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চলতি মাসের শেষেই রাজ্যের সব পুর এলাকায় স্বচ্ছ মোবাইল অ্যাপ চালু হবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পুর পরিষেবাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও সর্বজনীন করে রাজ্য সরকার চলতি মাসের শেষেই রাজ্যের সব পুর এলাকায় স্বচ্ছ মোবাইল অ্যাপ চালু করছে। ওই অ্যাপ ব্যবহার করে শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা এবার মোবাইল ফোন থেকেই জমে থাকা আবর্জনা, জল জমা বা অপরিচ্ছন্নতার ছবি তুলে অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ জমা পড়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট পুরসভার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেবে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন। শুক্রবার বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে তিনি জানান, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যজুড়ে ওই অ্যাপ চালু হবে। পাশাপাশি সপ্তাহে তিনদিন 'মুখোমুখি' কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের অভিযোগ শুনবেন বলে পুরমন্ত্রী জানিয়েছেন। পানীয় জল, নিকাশি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আগের সরকারের তীব্র সমালোচনা করে মন্ত্রী দাবি করেন, অম্রুত প্রকল্পে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরেও প্রায় ২৫ লক্ষ বাড়িতে এখনও জল সংযোগ পৌঁছায়নি। কোথাও পাইপ বসেনি, কোথাও ছোট ব্যাসের পাইপ বসানো হয়েছে, আবার কোথাও দূষিত জল সরবরাহ হচ্ছে। একইভাবে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও শহরের বাইরে এখনও আবর্জনার পাহাড় রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। একবছরের মধ্যে জমে থাকা আবর্জনা সরিয়ে ফেলার তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

জবাবি ভাষণের শুরুতেই বাজেট বিতর্কে অংশ নেওয়া বিধায়কদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, তাঁদের সমস্ত পরামর্শ ও সমালোচনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। মন্ত্রীর আশ্বাস সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পুর দপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ায় নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে অতিরিক্ত প্রায় ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। ফলে সামগ্রিক মূলধনী বিনিয়োগ কমবে না, বরং বাড়বে।

জমে থাকা আবর্জনা বা লিগ্যাসি ওয়েস্ট অপসারণে ১০ দিনের মধ্যে টেন্ডার ডাকার ঘোষণা করে মন্ত্রী জানান, এক বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত পুর এলাকায় জমে থাকা পুরনো বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সরিয়ে ফেলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত প্রায় ৭৫ হাজার নির্মল বন্ধু ও ৬ হাজার নির্মল সাথীর কাজ আরও কার্যকর করতে প্রতিটি পরিবারে কিউআর কোড এবং বর্জ্যবাহী যানবাহনে জিপিএস ট্র্যাকিং চালু করা হবে। পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার, মন্দির ও বাজারের ব্যবহৃত ফুল থেকে ধূপকাঠি ও আবির তৈরি, কচুরিপানা ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন, স্যানিটেশন প্রকল্পের সম্প্রসারণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, সাফাই কর্মীদের জন্য 'স্বচ্ছ কবচ', কলকাতা রিং রোড, পলতা জলপ্রকল্পে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন, কলেজ স্ট্রিটকে পথচারী-বান্ধব করে গড়ে তোলা এবং 'মা আহার' প্রকল্পের সম্প্রসারণ-সহ একাধিক নতুন উদ্যোগেরও ঘোষণা করেন মন্ত্রী। বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নতুন সরকারের ঘোষিত নয়টি নতুন পুরসভার পাশাপাশি নদিয়ার করিমপুর এবং উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে নতুন পুরসভা গঠনের আবেদন জানান। দুই ঘণ্টার বাজেট আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কানাইলাল আগরওয়াল, জাভেদ আহমেদ খান ও ফিরহাদ হাকিম, সিপিআই(এম)-এর মোস্তাফিজুর রহমান এবং বিজেপির তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু অধিকারী, ভারত কুমার ঝাওয়ার, অনুপ কুমার সাহা, শর্বরী মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর সিকদার, কৌস্তভ বাগচি, পাপিয়া অধিকারী ও সঞ্জয় সিংহ আলোচনায় অংশ নেন। শেষে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জবাবি ভাষণ দেন। এরপর ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব ধ্বনিভোটে বিধানসভায় গৃহীত হয়।

জল জীবন মিশন নিয়ে দুর্নীতি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার জল জীবন মিশনের কাজের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে প্রতিটি বিধায়কের হাতে তাঁদের এলাকার জল জীবন মিশনের কাজের পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে দেওয়া হবে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার জানিয়েছেন। বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, কোথায় কত কাজ হয়েছে, কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কতটা কাজ বাকি রয়েছে, তার সমস্ত তথ্য বিধায়কদের দেওয়া হবে। সেই তথ্য যাচাই করে মতামত জানাতে পারবেন জনপ্রতিনিধিরা। একই সঙ্গে তিনি জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অনিয়মের অভিযোগে এফআইআর দায়ের, গ্রেপ্তারি এবং বিল অনুমোদনকারী আধিকারিকদের সাময়িক বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সৌজন্যের মোড়কে ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরও একবার উগরে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তবে এবার ব্যক্তিগত আক্রমণের বদলে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অভিযোগকেই সামনে রাখলেন তিনি। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে তুমুল হট্টগোল এবং স্পিকারের আসনকে অসম্মান করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনার পর বৃহস্পতিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন কুণাল।

অধিবেশন কক্ষেই তিনি স্বীকার করে নেন, ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে মতবিরোধই বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণ। কুণালের কথায়, বিরোধী দলের মুখ্য সচেতকের সঙ্গে আমাদের একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। এটা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। এটাই বাস্তব। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে কুণাল দাবি করেন, এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী পরিষদীয় মন্ত্রীকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। বরং বিধানসভায় বারবার তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ আটকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মুখ্য সচেতকের ভূমিকা নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন কুণাল। তাঁর দাবি, তাঁদের পক্ষ থেকে বক্তার তালিকায় যে নাম পাঠানো হচ্ছে, সেখান থেকে বারবার তাঁর নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। কুণালের অভিযোগ, বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক নিজেই আমার নাম কেটে দিচ্ছেন। এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের আলোচনায় নিজের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হন কুণাল ঘোষ। বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান বক্তব্য রাখতে উঠতেই তাঁর মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। এরপরই অধিবেশন কক্ষে তুমুল বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি বিধায়কেরা ওয়েলে নেমে কুণালকে বাধা দেন। স্পিকার রথীন্দ্র বোস একাধিকবার তাঁকে নিজের আসনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং সতর্ক করেন। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় শেষ পর্যন্ত মার্শাল ডেকে তাঁকে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার জেরেই বৃহস্পতিবার কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনেন পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, কুণাল ঘোষের আচরণে স্পিকারের আসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং বিধানসভার গরিমা নষ্ট হয়েছে। তবে একই দিনে আখরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করে ভিন্ন বার্তাও দেন কুণাল। তিনি স্পষ্ট জানান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই। কুণালের কথায়, আমার আপনার প্রতি কোনও রাগ নেই। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু চাই, আমাকে বলতে দেওয়া হোক।

জবাবে আখরুজ্জামানও হালকা রসিকতার সুরে বলেন, আমার নেতা ববিদা। আমার ওপর রাগ না করে তুমি ববিদাকে বল। সেই মন্তব্যে উপস্থিতদের মধ্যে হাসির রোল উঠলেও, বিধানসভায় বক্তব্য রাখার অধিকার নিয়ে কুণাল ঘোষের ক্ষোভ যে এতটুকুও কমেনি, তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উল্টোরথে উল্টোডাঙায় শুরু হয়ে গেল শারদোৎসবের উল্টোগোনা। জাঁকজমক করেই হয়ে গেল কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন (পশ্চিম) অধিবাসীবৃন্দের আয়োজিত উল্টোডাঙা বিধান সংঘের দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো। এই শুভ সূচনার মুহূর্তে সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতা বিজেপির জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ।

ইসকনে উল্টোরথের শোভাযাত্রা। *ছবি: অদিতি সাহা*

পানিহাটিতে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি পুরসভার অন্তর্গত নীলগঞ্জ রোড অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় নীলগঞ্জ রোডের ধারে থাকা সরকারি জমি দখল করে গড়ে উঠেছিল দোকান-সহ তৃণমূলের কার্যালয়। অভিযোগ, রাস্তার ধারে নিকাশি নালার ওপর গজিয়ে উঠেছিল দোকানপাট এবং তৎকালীন শাসকদলের কার্যালয়। শুক্রবার খড়দা থানার পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, সরকার বদলেছে। এবার পরিবেশ বদলাতে হবে।

রেস্তোরাঁর আদলে গড়ে উঠবে 'মা আহার', উদ্বৃত্ত খাবার পৌঁছবে দুঃস্থদের কাছে, ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

দেবাশিস সেনগুপ্ত

স্বল্পমূল্যে খাবার দেওয়ার প্রকল্প 'মা আহার'কে আরও বিস্তৃত, আধুনিক ও জনমুখী রূপ দিতে একাধিক নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ভবিষ্যতে 'মা আহার' কেন্দ্রগুলিকে রেস্তোরাঁর আদলে গড়ে তোলা হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ বসে খাবার খাওয়ার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁয় উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া খাবার সংগ্রহ করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে এই ঘোষণা করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মন্ত্রী জানান, নতুন সরকার 'মা আহার' প্রকল্পকে নতুনভাবে সাজিয়েছে। আগে এই প্রকল্পে উপভোক্তাদের কাছ থেকে পাঁচ টাকা নেওয়া হত এবং সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হত। বর্তমানে সরকারি ভর্তুকি বাড়িয়ে ১৫ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি সপ্তাহে ডিম, মাছ এবং নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থাও চালু হয়েছে বলে জানান তিনি।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'শুধু খাবার বিতরণ কেন্দ্র হিসেবেই নয়, মা আহারকে আরও আধুনিক ও নাগরিকবান্ধব পরিষেবায় পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য। সেই ভাবনা থেকেই ভবিষ্যতে এমন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যেখানে রেস্তোরাঁর মতো পরিবেশে বসে সাধারণ মানুষ খাবার খেতে পারবেন।' খাদ্যের অপচয় রোধেও বড় উদ্যোগের ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ভালো খাবার উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই খাবার সংগ্রহের জন্য পুরসভা ও পুরনিগমের পক্ষ থেকে বিশেষ যানবাহন পাঠানো হবে। সংগৃহীত খাবার কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা হবে এবং পরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গরম করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। অগ্নিমিত্রা পাল জানান, এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন খাদ্যের অপচয় অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে সমাজের দরিদ্র মানুষের কাছে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়ার পথ আরও সুগম হবে। নগর পরিষেবার উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার পরিধি আরও শক্তিশালী করাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য বলেও জানান তিনি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ জুলাই ২০২৬, ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, শনিবার

গঙ্গাবক্ষে চালু হতে চলেছে ওয়াটার ট্যাক্সি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার ভেনিস, লন্ডন কিংবা দুবাইয়ে মতো রাজ্যে চালু হতে চলেছে ওয়াটার ট্যাক্সি। শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে পরিবহণ দপ্তর জলপথে নামাবে এই আরামদায়ক জলযান। শুক্রবার ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে গোলঘর অধিবাসীবৃন্দের দুর্গা পুজোর খুঁটিপুজোয় অংশ নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে জলপথের আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে। ব্যারাকপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য ভেসেল চালুর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তাছাড়া মেটিয়াবুরুজ থেকে বাবুঘাট, ব্যারাকপুর থেকে বাবুঘাট, দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় এই ধরনের বিভিন্ন রুটে ওয়াটার

ট্যাক্সি চালু করা হবে। এদিন পরিবহণ মন্ত্রী আরও জানান, শারদ উৎসবের আগেই রাস্তায় নামবে পাঁচশো সরকারি বাস। আর ২০২৭ সালের মার্চ মাসে আর এক হাজার নতুন সরকারি বাস রাস্তায় নামবে। তিনি জানান, বর্ষা কাটলেই বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার করা হবে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জট কাটিয়ে আগামী ২৭ জুলাই থেকে খুলছে কামারহাটির প্রবর্তক জুটমিল এবং জগদ্দলের এআই চাঁপদানি জুটমিলের ফাইন ইয়ার্ন ইউনিট। বন্ধ থাকা জুটমিল নিয়ে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, রাজ্যে আরও দু'তিনটি মিল বহুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। সেগুলো খোলার চেষ্টা চলছে। মন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শিল্পপতিরা বাংলায় বিনিয়োগ করছেন। আশা করা যাচ্ছে, খরা কাটিয়ে ফের বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গত, এবারে গোলঘর অধিবাসীবৃন্দের থিম কেদারনাথের আদলে মন্দির। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এখানে প্রতিমা গড়া হচ্ছে। উক্ত খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন পুজো কমিটির দুই সম্পাদক যথাক্রমে রীতেশ সিং ও সুবাই দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর সত্যেন রায়, তাপস বিশ্বাস, ইন্দ্রানী তিওয়ারি, গৌতম সরকার-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

কলকাতাকে পূর্ব ভারতের 'মাইস ক্যাপিটাল' তৈরির পরিকল্পনা

পর্যটনে বিনিয়োগ টানতে নতুন রূপরেখা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতাকে পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় মাইস হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিধানসভায় পর্যটন দপ্তরের বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, পর্যটনকে শিল্প হিসেবে আরও শক্তিশালী করে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব বাড়ানোই সরকারের লক্ষ্য। এদিন সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, আমরা কলকাতাকে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মাইস ক্যাপিটাল হাব হিসেবে গড়ে তুলব। তাঁর কথায়, এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই একটি 'মাইস ব্যুরো' গঠন করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ওই ব্যুরোর মাধ্যমে অন্তত দু'হাজারটি সম্মেলন, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শুক্রবার শংকর ঘোষ দাবি করে বলেন, এই উদ্যোগ থেকে অন্তত ২ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে। শুধু কলকাতাকে কেন্দ্র করেই রাজ্যের রাজস্ব আদায়ে চমক দেখা যাবে। সেই লক্ষ্য পূরণে পর্যটন দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেট সম্মেলন কলকাতায় আনার পাশাপাশি দুর্গাপুজোকেও মাইস পর্যটনের অংশ করা হবে। মন্ত্রী জানান, বড় সম্মেলন হলে তার সুফল হোটেল, পরিবহণ, রেস্তরাঁ-সহ একাধিক পরিষেবা

ক্ষেত্রেও পৌঁছবে বলে মনে করছে সরকার।

শুধু কলকাতা নয়, সুন্দরবন, দীঘা-মন্দারমণি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও দার্জিলিংকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যটনের মানচিত্রে তুলে ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন পর্যটন মেলা এবং বেসরকারি প্রদর্শনীতেও পশ্চিমবঙ্গের উপস্থিতি বাড়ানো হবে। বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়িয়ে রাজ্যের পর্যটন ও অর্থনীতিতে তাঁদের যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও পর্যটনে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে ক্যাশ ও নন-ক্যাশ, দু'ধরনের প্রণোদনার কথাও ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে এবং হোমস্টে, হোটেল ও ট্যুর অপারেটরদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি নন-ক্যাশ সুবিধা প্রসঙ্গে শংকর ঘোষ বলেন, অর্থ ছাড়াই কিছু আইনি পরিবর্তন বা আইনসম্মত সুযোগ-সুবিধা আমরা দিতে পারি। তাঁর ব্যাখ্যা, আইন মেনে কোনও ভবনে অতিরিক্ত তলা নির্মাণের অনুমতির মতো বিষয়ও এই সুবিধার আওতায় আসতে পারে।

পাশাপাশি রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের সমস্ত ছাড়পত্র এক জায়গা থেকেই দেওয়ার জন্য 'সিঙ্গল উইন্ডো' ব্যবস্থা চালুর বিষয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। পাশাপাশি আর্থিক সুবিধা ও জমি সংক্রান্ত প্রণোদনাও দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী আরও জানান, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পর্যটন বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। যাঁরা পুজোর সময় রাজ্যের বাইরে বেড়াতে যান, তাঁদের বাংলাতেই উৎসব পর্যটনে আকৃষ্ট করতে বিশেষ পুজো প্যাকেজ আনা হবে। কলকাতার বড় পুজোর পাশাপাশি গ্রামবাংলার বনেদি বাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোকেও পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে ম্যাপিংয়ের কাজ চলছে।

এদিন বিধানসভায় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পৈতৃক বাড়ির চত্বরে শৌচাগার নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ ওঠে। সেই প্রসঙ্গে পর্যটনমন্ত্রী জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটের পরও সতর্ক লালবাজার, কড়া নিরাপত্তায় মুড়ছে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোট শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের এখনও বছর তিনেক বাকি। কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে নারাজ লালবাজার। ভোট শেষ হলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে এতটুকু ঢিলেঢালা মনোভাব দেখাতে রাজি নন কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন শিপিং কর্পোরেশনের ভবনে অবস্থিত কমিশনের দপ্তরকে এবার পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই কমিশনের ভবনে 'সিকিউরিটি অডিট' বা নিরাপত্তা পরীক্ষা চালাবে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। এই কাজে পুলিশের সঙ্গী হচ্ছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরও।

ঘটনাচক্রে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখেই এই নতুন ভবনে চলে এসেছিল নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়। বহুতলের তিনতলায় বসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও), অতিরিক্ত সিইও সহ বহু পদস্থ আধিকারিক। শুধু তাই নয়, রাজ্য রাজনীতির নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সংবেদনশীল নথি গচ্ছিত রয়েছে এই দপ্তরেই। অথচ অভিজ্ঞতা বলছে, ভোটের মরসুম এলেই কমিশনের দরজায় আছড়ে পড়ে একের পর এক রাজনৈতিক আন্দোলন। অনেক সময় উত্তেজিত ভিড় জোর করে ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে। অতীতে সেই ধরনের নানা অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থেকেছে লালবাজার।

বর্তমানে দপ্তরের নিরাপত্তায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলেও এবার সেই বলয়কে আরও নিশ্ছিদ্র করতে চাইছে গোয়েন্দা বিভাগ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে মূলত আধিকারিকদের ঘরের বাইরেই পুলিশি প্রহরা থাকে। কিন্তু এবার ভবনের ভেতরে ও বাইরে পুলিশের মোতায়েন অনেক বাড়ানো হবে। দপ্তরে ঠিক কোন কোন পয়েন্টে সশস্ত্র পুলিশকর্মী রাখা দরকার এবং কতজন অফিসার মোতায়েন করতে হবে, গোয়েন্দারা তার বিস্তারিত নীল নকশা তৈরি করছেন।

নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দিচ্ছে পুলিশ। গোটা ভবনকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহুতলের একতলার প্রবেশপথ, পেছনের অংশ থেকে শুরু করে কমিশনের ভেতরের প্রতিটি কোণ চলে আসছে ক্যামেরার নজরদারিতে। সেই সিসিটিভির তার কীভাবে বসানো হবে, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশের পাশাপাশি ময়দানে নামছেন পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররাও।

পাশাপাশি, বহিরাগতদের যাতায়াতেও টানা হচ্ছে লাগাম। কারণ শিপিং কর্পোরেশনের এই ভবনে অন্যান্য বহু সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াত। কাজ ছাড়া কেউ যাতে স্রেফ কৌতূহলবশত বা সুযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে ঢুকতে না পারেন, তার জন্য পাস বা প্রবেশপথে তল্লাশির ব্যবস্থা আরও কড়া করা হচ্ছে। এক কথায়, লোকসভা ভোটের ঢের দেরি থাকলেও এখন থেকেই কমিশনের দরজায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিতে প্রস্তুত লালবাজার।

পুজোর আগেই রাস্তায় ৫০০ নতুন সরকারি বাস, ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছরের দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে ৫০০টি নতুন সরকারি বাস রাস্তায় নামানোর ঘোষণা করলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। শুক্রবার ভাটপাড়ার গোলঘরে উল্টোরথ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন পরিবহণমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় যাত্রীরা ট্রেনের টিকিট পান না। তাই উন্নত বাস পরিষেবা গড়ে তোলা জরুরি। সরকারি বাস বাড়ানো হলে মানুষ সহজেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে দুর্গাপুজোর আগে ৫০০টি বাস পরিষেবায় যুক্ত হবে। পাশাপাশি আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে আরও ১,০০০টি বাস চালুর লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। এদিন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কথায়, পুজোর আগে ৫০০টি বাস নামবে। আগামী বছরের মার্চের মধ্যে মোট দেড় হাজার সরকারি বাস পরিষেবায় যুক্ত হয়ে যাবে।

মন্ত্রী দাবি করেন, গণপরিবহণের পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছে। নতুন বাস যুক্ত হলে যাত্রীদের ভোগান্তি কমবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলেই মনে করছে পরিবহণ দপ্তর।

মন্তব্য বিকৃত করে খবর পরিবেশনে ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি

এজলাসের অডিও-ভিডিও নেটমাধ্যমে পোস্ট করায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এজলাসে শুনানির অডিও বা ভিডিও রেকর্ডিং এবং তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিচারপ্রক্রিয়া কোনও ২৪ ঘণ্টার বিনোদনের মাধ্যম হতে পারে না। ফলে এজলাসের সওয়াল-জবাবের অডিও বা ভিডিও তুলে তা ইচ্ছেমতো নেটমাধ্যমে পোস্ট করা বা শেয়ার করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ভুল তথ্য ছড়ানো নিয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানান প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তও। সম্প্রতি একটি মামলার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য বিকৃত করে সংবাদমাধ্যমে ভুল খবর পরিবেশন করা হয়েছিল বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। প্রধান বিচারপতি জানান, যে ঘটনায় এখনও কোনও মামলা দায়েরই হয়নি, সে বিষয়ে প্রচার করা হয়েছে যে শীর্ষ আদালত শুনানি করতে চায়নি।

এদিন এর পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের কাজ সমাজমাধ্যমের কনটেন্ট হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেলের পূর্বানুমতি ছাড়া আদালতের কার্যক্রমের কোনও অডিও বা ভিডিও রেকর্ডিং নেটমাধ্যমে বা অন্য কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পোস্ট, প্রচার, পরিবর্তন বা পুনঃপ্রচার করা যাবে না। এমনকী, এই সমস্ত ভিডিও ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে অর্থ উপার্জনও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সংবাদমাধ্যমের সাধারণ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিচারপ্রক্রিয়ার কিছু অংশ কাটছাঁট করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে অপপ্রচার চালানো এবং বিচারব্যবস্থার ভাবমূর্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন এক সাংবাদিক। মামলাকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ সিংহ সওয়াল করে জানান, সম্প্রতি এজলাসে এক মামলাকারীর অসৌজন্যমূলক আচরণের ভিডিও নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আদালত কক্ষের ভিডিও বিকৃত করার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন তিনি। শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যমে আইনি সওয়াল-জবাবের ভিডিওর বন্যা বয়ে গিয়েছে। তা শুনে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, 'ঝুলি থেকে বাঘ বেরিয়ে গিয়েছে। এখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।' রায়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আদালত ২৪ ঘণ্টার বিনোদনের চ্যানেল হতে পারে না। তাই আমরা ভিডিও রেকর্ড করা ও তা আপলোড করা বন্ধ করতে বলছি। সরাসরি সম্প্রচারও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কেবল কোনও পক্ষ দেখতে চাইলে অনুমতি সাপেক্ষে তা দেখানো হতে পারে।' একই সঙ্গে ভার্চুয়াল শুনানির লিঙ্ক যথেচ্ছ ছড়িয়ে দেওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত।

লেকটাউন থেকে বাজেয়াপ্ত ৬ কোটির সোনার বিস্কুট, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ফের বড়সড় সোনা পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল পুলিশ। লেকটাউনের বি ব্লক সংলগ্ন লেকের পাশ থেকে আনুমানিক ৬ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট-সহ গ্রেপ্তার করা হল ভিনরাজ্যের দুই যুবককে। ধৃতদের নাম ভগীরথ জানা ও অজিত মহিতা। পুলিশ সূত্রে খবর, ভগীরথ ওড়িশার বাসিন্দা এবং অজিতের বাড়ি মহারাষ্ট্রে। ধৃতদের কাছ থেকে সোনার পাশাপাশি কিছু পুরনো ১ ও ২ টাকার নোটও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে লেকটাউন থানার টহলদারি ভ্যানের পুলিশকর্মীরা বি ব্লকের লেকের কাছে দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। প্রচণ্ড গরমেও তাঁদের পরনে ছিল একই রঙের রেইনকোট এবং মাথায় হেলমেট। যুবকদের এই অদ্ভুত পোশাক ও ভাবভঙ্গি দেখেই সন্দেহ হয় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের। তৎক্ষণাৎ তাঁদের আটক করে তল্লাশি চালানো শুরু হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে ওড়িশার বাসিন্দা ভগীরথের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪টি কেজি সাইজের সোনার বিস্কুট। অর্থাৎ, বাজয়াপ্ত সোনার মোট ওজন প্রায় ৪ কেজি, যার আনুমানিক বাজারমূল্য অন্তত ৬ কোটি টাকা। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ নিশ্চিত, আন্তর্জাতিক পাচার চক্র বা হাওয়ালা কারবারের সঙ্গে এরা সরাসরি যুক্ত।

শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বিধাননগরের নগরপাল রাঠোর অমিত কুমার ভারত জানান, 'ধৃতদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আটক করা হয়েছিল। তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে কোনো আন্তর্জাতিক হাওয়ালা চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার বিশদ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১৬৭তম আয়কর দিবস উদযাপিত, করদাতা-বান্ধব উদ্যোগে জোর আয়কর দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের আয়কর দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হল ১৬৭তম আয়কর দিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের প্রধান মুখ্য আয়কর কমিশনার সুরভি ভার্মা গর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে সফল আয়কর কর্মী ও অফিসারদের তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত করা হয়। স্বপন দাশগুপ্ত দেশের অগ্রগতিতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও জনবিশ্বাসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কর প্রদানের সংস্কৃতি এবং স্বচ্ছ প্রশাসনই উন্নত অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। প্রধান মুখ্য আয়কর কমিশনার সুরভি ভার্মা গর্গ বলেন, আস্থা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে কর প্রশাসন গড়ে তুলতে দপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থ জোগাতে আয়করের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে নতুন আয়কর আইন, ২০২৫-কে দেশের কর ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই আইনের মাধ্যমে কর কাঠামোকে আরও সহজ, স্বচ্ছ, ন্যায্য ও দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি স্বেচ্ছায় কর প্রদানে উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

চার মাসেও শুনানি নেই, ভোটার তালিকায় নাম নেই প্রাক্তন নির্বাচন কমিশন সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা এক সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব হিসেবে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। অথচ আজ সেই প্রাক্তন সচিব ওসমান গনিই নিজের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না ভোটার তালিকায়। দুর্গাপুজোর পর কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা ওসমান গনি ১৬১ নম্বর বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। তাঁর দাবি, ২০০২ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল। বর্তমানে স্ত্রী ও কন্যার নাম থাকলেও বাদ পড়েছে শুধু তাঁর নিজের নাম। স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বিভাগে চলে যায়।

ওসমান গনির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া, অনলাইন আবেদন এবং আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে লিখিত আবেদন; সবই করেছেন। কিন্তু গত চার মাসে

তাঁকে একবারও শুনানির জন্য ডাকা হয়নি। কমিশনের তরফেও কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। প্রতিদিন কমিশনের ওয়েবসাইটে আবেদনের অগ্রগতি দেখলেও এখনও পর্যন্ত আবেদন 'পেন্ডিং' অবস্থাতেই রয়েছে।

প্রাক্তন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক ওসমান গনি শুধু রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিবই ছিলেন না, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মনোনীত নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানে নির্বাচন পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

তিনি জানান, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও), পাসপোর্ট-সহ কমিশনের নির্ধারিত সমস্ত নথি নিয়ে আপিল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবেন। তবে তাঁর প্রশ্ন, শুনানিই যদি শুরু না হয়, তাহলে ভোটার তালিকায় নাম ফিরবে কীভাবে?

প্রসঙ্গত, স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের পর বাদ পড়া প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের আবেদন এখনও আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কতজনের আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে বা কতজনের নাম পুনর্বহাল হয়েছে, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়নি। এই সংশোধিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে এবং একই তালিকা ধরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হওয়ার কথা। ফলে পুরভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ওসমান গনির উৎকণ্ঠা। এক সময় যিনি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, আজ তিনিই নিজের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায়। এখন দেখার, ভোটের আগে তাঁর নাম আদৌ ভোটার তালিকায় ফিরে আসে কি না।

অভিষেকের বাবাকে তলব পুরসভার, স্ক্যানারে কালীঘাটের বাড়ি ও সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি এবং তাঁর পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার সম্পত্তি ঘিরে তৎপরতা বাড়াল কলকাতা পুরসভায়। বাড়ি তৈরির অনুমোদিত নকশা এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সহ অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল পুর কর্তৃপক্ষ। শুক্রবারই তাঁকে আলিপুরের ৯ নম্বর বোরো দপ্তরে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। শুক্রবারই তাঁর আলিপুরে পুরসভার দপ্তরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজে না-গিয়ে আইনজীবী মারফত নথি পাঠিয়েছেন অমিত। সূত্রের খবর, বাড়ি সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল তাঁকে। কালীঘাট এলাকার দু'টি বাড়ির নথি দেখতে চাওয়া হয়েছে তাঁদের কাছে।

পুরসভা সূত্রের খবর, কালীঘাট এলাকায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দু'টি বাড়ির নির্মাণ অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান মেনে হয়েছে কি না, মূলত তা খতিয়ে দেখতেই এই পদক্ষেপ। অনুমোদিত নকশার বাইরে কোনো অতিরিক্ত নির্মাণ বা নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চান পুর আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, এর আগেই পুরসভার প্রতিনিধিদল এবং ইঞ্জিনিয়াররা সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে জমি ও

কাঠামোর মাপজোক করেছিলেন। পরিদর্শনের পর পরিবারের সদস্যদের কাছে লিখিত নোটিস পাঠানো হয়। এবার সেই নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতেই যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে অমিতবাবুকে বোরো দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বলে সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পুরসভার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আইনগত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। গত মাসে একাধিক ঠিকানায় পাঠানো পুরসভার নোটিসের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের দাবি, ২৯-সি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িসহ সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ আইন মেনে এবং অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পুরসভার ওই নির্দেশিকা খারিজের আবেদন জানান তাঁরা।

একই সঙ্গে পুরসভার নজরে রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা 'লিন্স অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর সম্পত্তিও। কালীঘাট রোড এবং হরিশ মুখার্জি রোডে ওই সংস্থার মালিকানাধীন ভবনগুলির ক্ষেত্রে পুর আইনের ৪০১ নম্বর ধারায় নোটিস দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত প্ল্যান এবং কোনো অতিরিক্ত নির্মাণের ছাড়পত্র রয়েছে কি না, সে সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। উল্লেখ্য, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর পদে রয়েছেন। পূর্বে এই সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনার জন্য সংস্থার তরফে পুরসভার কাছে অতিরিক্ত সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

নতুন সরকারের একাধিক পরিকল্পনায় ঘুরছে রাজ্যের গণপরিবহণের চাকা

প্রশাসনিক সভায় প্রকাশ্যে নিজের পরিবহণমন্ত্রীকেই তিরস্কার করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষুসাইলেন্ট দফতরক্ষু বলেও কটাক্ষ করেন পরিবহণ দফতরকে। এই একটা উদাহরণেই পরিষ্কার কীভাবে চলছিল এই রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা। সরকারে এসে তাই পরিবহণ ব্যবস্থায় নজর দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অভিজ্ঞ অর্জুন সিংয়ের হাতে তুলে দেন পরিবহণ দফতরের দায়িত্ব। তারপর একটু একটু করে পরিকল্পনামাফিক ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রাজ্যের সরকারি থেকে বেসরকারি পরিবহণ। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ, কলকাতার রাস্তায় সরকারি বাস কমে যাচ্ছে। সরকার পরিবর্তনের পর সেই পরিস্থিতি বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে চলতি সপ্তাহ থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার জন্য ৫০টি নতুন এসি বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩টি সিএনজি এবং ৭টি ১২ মিটার লম্বা ইলেকট্রিক বাস, যার সবগুলিই পরিবেশবান্ধব। এই ৫০টি বাস কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার ২৪টি রুটে চলবে। শুধু রাস্তায় বাস নামানোই নয়, পরিষেবার মান বাড়াতে সরকারি বাসের কন্ডাক্টরদের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে এবার থেকে চালকদের সমান বেতন পাবেন কন্ডাক্টররাও। পূর্বতন সরকারের আমলে ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরদের থার্ড পার্টি কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োগ করা হত। ২০২৫ সালে চালকদের বেতন বাড়লেও কন্ডাক্টরদের হয়নি। সরকারে এসে সেই বৈষম্য দূর করল বিজেপি সরকার। চলতি বছরের অগাস্ট থেকে কন্ডাক্টররাও চালকদের সম হারে বেতন পাবেন। সড়ক পথের চাপ ও যানজট কমাতেও নজর দিয়েছে পরিবহণ দফতর। তাই জলপথে ওয়াটার ট্যাক্সি চালানোরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। গঙ্গাকে ব্যবহার করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে চালু হবে এই পরিষেবা। মেটিয়াব্রুজ থেকে বাবুঘাট, বারাকপুর থেকে বাবুঘাট, হাওড়া, বালি ইত্যাদি জায়গা জুড়বে এই ওয়াটার ট্যাক্সি পরিষেবায়। সেই সঙ্গ চলবে দূরপাল্লার ভেসেলও। স্থলপথের পাশাপাশি জলপথে পরিষেবা চালু হলে পরিবহণে গতি আসবে, সরকারেরও বিকল্প রোজগারের সংস্থান হবে।

শব্দছক ২২৫

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. দানের বিনিময়ে দেয় ৫. উদাহরণ ৭. লতানে গাছ ৮. ওজনদার ৯. ঢাকা ১১. দুনিয়া ১২. স্বত্বত্যাগকরে অন্যকে অর্পণ ১৩. কর্ণ ১৪. শাস্তি ১৬. জয়ের জন্য বাদ্যধ্বনি ১৮. জেলখানা ১৯. চৌর্যবৃত্তি ২০. উৎসব ২১. কারণবিহীন

ওপর-নিচ: ১. বিয়ের পরে বরের বাড়িতে উৎসব ২. সত্য বা যথার্থ জ্ঞান ৩. দনুর পুত্র ৪. চন্দ্রাতপ ৬. কল্পগল্পে উপস্থিত নারী চরিত্র ৭. কেরোসিনে জ্বালা দীপ ৯. ঘোটক ১০. মালপত্র রাখার বিশেষ ঘর ১১. অনুনয় ১৩. এক ধরণের ভারতীয় পল্লীসঙ্গীত ১৪. ভয় ১৫. পায়রা ১৬. খড় ১৭. নবযৌবনপ্রাপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট ১৮. বিপদ ২০ প্রতিজ্ঞা

সমাধান ২২৪ — পাশাপাশি: ১. বারতা ৩. হাপিত্যেস ৪. কালিমা ৫. গুণাগুণ ৭. তাস ১০. মিতা ১২. হাতকড়া ১৪. বানরি ১৫. তাড়াতাড়ি ১৬. পনস

ওপর-নিচ: ১. বাচালতা ২. তাকানো ৩. হামাগুড়ি ৬. গুণ্ডামি ৮. সতত ৯. বাড়াবাড়ি ১১. তামরস ১৩. জরিপ

আজকের দিন

■ ২০০৭ — প্রতিভা পাতিল ভারতের দ্বাদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

■ ২০০০ —প্যারিসের বাইরে এয়ার ফ্রান্সের একটি কনকর্ড সুপারসনিক জেট বিধ্বস্ত হয়ে ১১৩ জন নিহত হন।

■ ২০২২ — দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

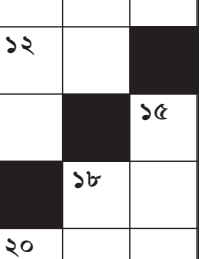

জন্মদিন

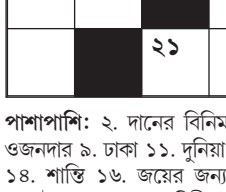

১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনপ্রীত সিং বাদলের জন্মদিন।*

১৯৮৫ *বিশিষ্ট মডেল ডিম্পি গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা হাই কোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার ও শংকরের ‘কত অজানারে’

স্বপনকুমার মণ্ডল

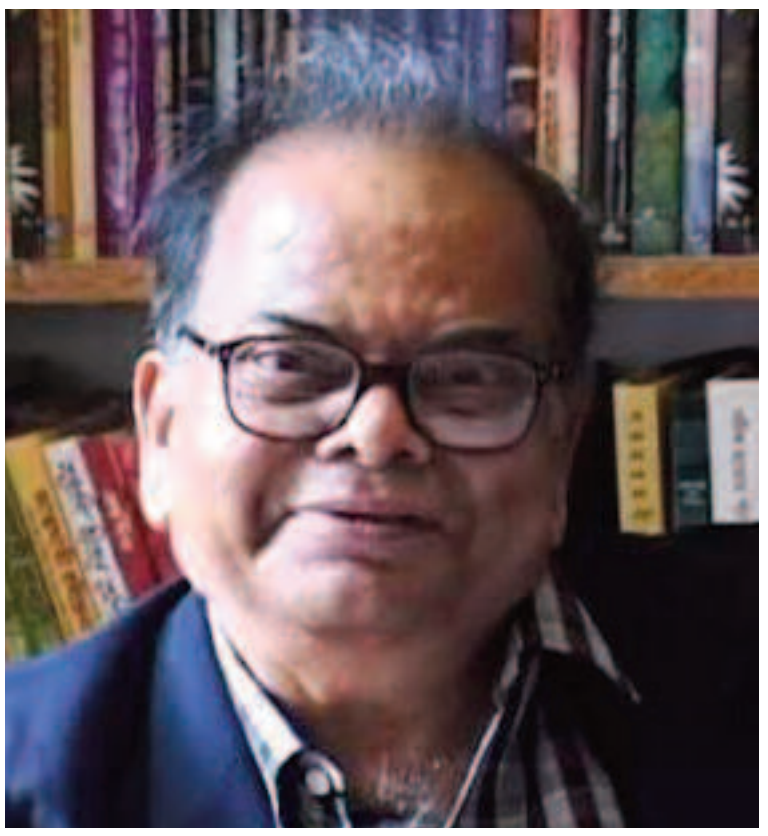

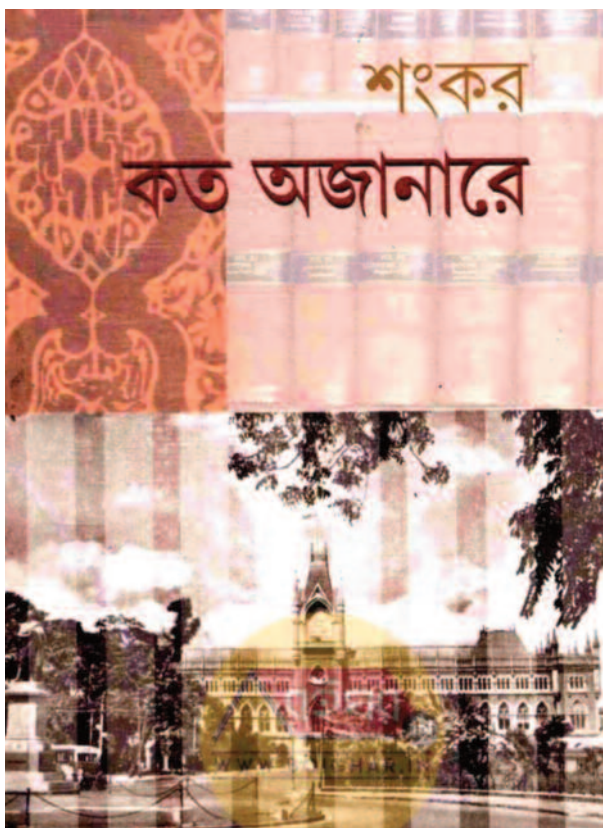

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের ছোট ও বড় করে দুইভাবে ভাগ করে দেখেছেন। সেখানে সি এফ এন্ড্রুজ, পিয়ারসন বা রোটেনস্টাইনের মতো গুণী উদারমনা বড় ইংরেজের পরিচয় এ দেশে সুলভ ছিল না। সেক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ ভাবে এ দেশের মানুষকে ভালবেসে সেবা করার মনোবৃত্তি বিরলপ্রায়। পরাধীন দেশে ইংরেশ শাসকের অধীনে থেকেও একজন দাপুটে ইংরেজ ব্যারিস্টার হয়ে এ সেশের মানুষকে আইনি সুরক্ষা দেওয়ার ব্রতে আজীবন অবিচল থাকা মহৎপ্রাণ বারওয়েল সাহেবের পরিচয়ের আধারেই ‘কত অজানারে’র বিস্ময়লোক ক্রমশ টেম্পল চ্যাম্বার থেকে হাই কোর্টের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সুদূর প্রসারী দিগন্ত বিস্তার করে। আর তার বিচ্ছিন্ন পরিসরে বারওয়েল সাহেবের মহত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সত্তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাই পাঠকমানসে অভূতপূর্ব অজানা খনির পরশমণির হাতছানি দিয়ে চলে । আসলে বারওয়েল সাহেবের বিরল ব্যক্তিত্বের মূলে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মূল্যবোধ। বনেদি পরিবারে বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনে এ দেশের সঙ্গে তাঁর যোগ অনেক দিনের, লর্ড ক্লাইভের আমল থেকেই তাঁর পূর্বপুরষ সরকারি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। অন্য দিকে তিনি ইংরেজ হয়েও উপনিবেশকতাকে মেনে চলতেন না, এ দেশের মানুষকেও নেটিভের চোখে দেখতেন না। সেখানে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারীই শুধু নন, প্রয়োজনে এ দেশের মানুষকে চেনা-জানার জন্য তাঁর নিরলস অধ্যবসায় থেকে একজন বাঙালি হয়ে ওঠার প্রয়াস সর্বত্র তাঁকে ছকবন্দি ইংরেজের ধারণা থেকে অনন্যসাধারণ করে তোলে। অধীনস্ত কর্মচারীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক শুধু বন্ধুপূর্ণ মধুর ব্যবহার বা অধিক পারিশ্রমিক প্রদানের মধ্যেই নিঃস্ব হয়ে যায়নি, পারিবারিক স্তরেও আত্মিক সম্পর্কে পৌঁছে যেত। কুড়ি বছর বয়সে টেম্পল চেম্বারে আসা শংকরয়ের বিভূতিদাকে বারওয়েল সাহবে তার বাবুর পদ থেকে ষোলো বছর পরে নিজে থেকেই ক্লাইভ স্ট্রিটে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অন্যদিকে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে থাকা যুবক শংকরকেও আপন করে নিয়েছেন অবলীলায়। বারওয়েল সাহেবের মহানুভবতায় শংকর তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর হয়ে ওঠায় ‘কত অজানারে’র বিস্ময়লোক ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে বারওয়েল সাহেবের ব্যারিস্টারি পেশাই জনসেবায় আত্মনিবেদিত। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের চারতলার টেম্পল চেম্বার ব্যবসার ঠেক না হয়ে বারওয়েল সাহেবের পবিত্র মন্দির হয়ে উঠেছে। হাই কোর্টের মিথ্যাচারের বেসাতির মধ্যেও সত্যনিষ্ঠা ও জনসেবার পরম আশ্রয় থেকে বিশ্বাসের বাতিঘর হয়ে উঠেছে এই টেম্পল চেম্বার। কলকাতা হাই কোর্টের ত্রিশ বছরের আইনিসেবক হিসেবে ব্যারিস্টার বারওয়েল সাহবের ব্যরিক্রমী ভূমিকার কথা শংকরও তাঁর বিভূতিদার কথায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ‘অনেকে ভাবে এ-পাড়ায় আইনের নামে যতোরাজ্যের বেআইনি কাজ হয়। উকিলরা মিথ্যে কথা বলে; এটর্নিরা সুযোগ পেলেই মক্কেলকে শোষে। ভাই-এ ভাই-এ মোকদ্দমায় দু’জনেই পথে বসে, মাঝখান দিয়ে এটর্নিরা কলকাতায় বাড়ি তোলে। কথাগুলো যে সবসময় মিথ্যা তা নয়, কিন্তু সবাই এখানে কিছু চোর ডাকাত নয়। এখানে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা জীবনে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি। সততাই তাঁদের জীবনের একমাত্র মূলধন।‘ অন্যদিকে তাঁদের সায়েবের কথাও তার অব্যবহিত পরিসরে বিভূতিদা স্পষ্ট করে জানান ‘উড্ রফ, স্যর গ্রিফিথ ইভান্স, উইলিয়াম জ্যাকসনের মত আইনবিদরা যে কীর্তি রেখে গেছেন, আমাদের সায়েব তার শেষ বর্তিকাবাহী। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যার শুরু, বিশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে যার অবসান।’ সেদিক থেকে শুধু সৎ ব্যারিস্টার হিসেবেই নয়, মহৎ মানুষ হিসাবেও বারওয়েল সাহেবের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব সমীহ আদায় করে নেয়।

অন্যায়-অবিচার থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বারওয়েল সাহেবের মুক্তমনা উদার প্রকৃতি তাঁকে আরও বেশি বিস্ময়কর করে তুলেছে। বরিশালের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় একজন হিন্দুর খুনে অভিযুক্ত সংখ্যালঘু খ্রীষ্টানদের বাঁচানোর জন্য বারওয়েল সাহেব ছুটে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিবারের বড় ছেলে আঠারো বছর বয়সি নরেন মণ্ডলের অদম্য সাহস ও মৃত্যুভয়রহিত খুন করার স্বীকারোক্তিতেও তাকে শুধু সাক্ষীর কথার ফাঁকে অসঙ্গতির সুযোগে কৌশল করে বাঁচিয়েই দেননি, তার ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়েও সত্য কথা বলার সৎসাহসের কথা পুলিশ কমিশনারকে বলে পুলিশের চাকরির ব্যবস্থাও করেছিলেন। অন্যদিকে চট্টোগ্রামে থানার মধ্যে স্বদেশী করার সন্দেহে অনেকের সঙ্গে হাজতে থাকাকালীন বাঙালি সাব-পোস্টমাস্টার খগেন্দ্র কলিতার ছেলে গোপনে দেশের সন্ত্রাসবাদীদের দলের সদস্য আঠারো বছরের বয়সি রবীন্দ্র কলিতা অত্যাচারী দারোগাকে হত্যা করায় তাকে বাঁচানোর জন্য তার বাবার আকুতিতে সাড়া দিয়ে বারওয়েল সাহেবকে চট্টোগ্রামের দায়রা জজের আদালতে যেতে হয়েছিল। সেখানে রবীন্দ্র কলিতার খুন করার অনুশোচনাহীন নাছোড় স্বীকারোক্তিতে মৃত্যদণ্ড অনিবার্য হয়ে উঠলেও তার বাবার তীব্র অনুরোধে হাই কোর্টে মামলা লড়েও ব্যর্থ হন সাহেব।

শেষে বড় লাটকে প্রাণভিক্ষার অনুরোধ করেও রবীন্দ্রকে বাঁচানো না যাওয়ায় তার অনুরোধে বারওয়েল সাহেব তার ছোটভাইয়ের পড়াশোনার সব দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা এনে রেখেছিলেন। অথচ বহু কষ্টে মানুষ করলেও সে রাজরোগ যক্ষ্মায় মারা যাওয়ায় সাহেবের আফসোস তীব্র বেদনার্ত হয়ে ওঠে। এভাবে মক্কেলের পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার নজির একজন ইংরেজ ব্যারিস্টারের কাছে বিস্ময়কর বৈকি! তাঁর মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ তাঁকে যেমন সদয় ও আন্তরিক করে তুলেছে, তেমনই লৌহদৃঢ় নাছোড় মনের মানুষে অবিচল করে রেখেছে নিরন্তর। কলকাতা হাই কোর্টের ব্যারিস্টার হওয়ার আগে বারওয়েল সাহেব এ দেশে সৈন্য বিভাগের কর্নেল ছিলেন। তখনও তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় সমুজ্জ্বল। মেঘালয়ের শিলং-এ প্রথমবার এসে খৃষ্টান ইঞ্জিনিয়ার অসিত সেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ক্রমশ সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। অসিত সেনের একমাত্র মেয়ে সুনন্দা সবদিক থেকেই চৌখশ ও তুখোড় হয়ে ওঠে। সিনিয়র কেমব্রিজ পর্যন্ত সে পড়ে। অন্যদিকে সুনন্দা তার বৈবাহিক জীবনে সুখী হতে পারেনি। দ্বিতীয় বার বিয়ে করে প্রতারিত হয়েছে। এই সুনন্দার বিয়ের পরে বারওয়েল সাহেব হাই কোর্টের ব্যারিস্টার হন এবং সুনন্দার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে তিনিও জড়িয়ে পড়েন। তাঁর ডাইভোর্স কেসে দুইবার হাজিরা দিয়েছেন বারওয়েল সাহেব। তৃতীয় বার বিপত্নীক ইংরেজকে বিয়ে করে সুনন্দার সুখীজীবনের কথা শুনে সন্তানহীনা বারওয়েল সাহবের পিতৃস্নেহের ক্ষরণ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তাঁর দরদী মনের পরিচয় নানাভাবেই প্রকাশমুখর। শংকর তাঁর বন্ধুপ্রতীম অন্তরঙ্গ সহচর হয়ে তাঁর সাহেবের দরদী মনের হীরকদ্যুতি নিবিড় ভাবে তুলে ধরেছেন। অক্টোবরে হাই কোর্টের আড়াই মাসের ছুটিতে সাহেবের সঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে শৈল শহর রাণীক্ষেতে গিয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প পাঠকমনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। বারওয়েল মিলিটারিতে থাকার সময় রাণীক্ষেতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর একটি বাংলো রয়েছে। প্রতিবছর সেখানে তিনি যাবেনই। আর সেখানেই ইংরেজ খ্রিস্টান রূপসী মিস ফ্যানী ট্রাইটেনের যৌবনে ইংরেজ ক্যাপ্টেন ও দেশীয় যুবরাজের প্রেমের দ্বৈরথে কলঙ্কিত জীবনে কাঠুরিকোটে কালীমন্দিরের লোলজিহ্বা দেবী মূর্তির আতঙ্ক কীভাবে তাঁকে সত্তর বছর বয়সে এসেও তাড়া করে ফিরেছে থেকে তাঁর প্রতি বারওয়েল সাহেবের আন্তরিক ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ আপনাতেই বিচিত্র জীবনের পরিচয়কে ক্রমশ নিবিড় করে তোলে। একজন ইংরেজ ব্যারিস্টারের হৃদয়ের উষ্ণতা সাধারণ মানুষের শীতার্ত জীবনের সঙ্গে কীভাবে আন্তরিক একাত্মতা গড়ে তুলতে পারে, বারওয়েল সাহেবের বহুধাবিস্তৃত অনন্য জীবনের মধ্যেই তা প্রকট হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে ‘কত অজানারে’ উপন্যাসটিতে শংকর আসলে কলকাতা হাই কোর্টের আধারে শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারকেই আবিষ্কার করেছেন।

নোয়েল ফেডরিক বারওয়েল সাহেব বাংলা উপন্যাসের অভিনব ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর মতো মানে ও মনেপ্রাণে সমন্বিত অসাধারণ ইংরেজ ব্যারিস্টারের পরিচয়কে শংকর জীবন্ত করে তুলেছেন। অথচ আপাদমস্তক তিনি ইংরেজ হলেও মানবিক মূল্যবোধে তাঁর জাতিধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবপ্রেমিক প্রকৃতি চিরসবুজ ছিল আজীবন। এজন্য যে-কোনও অন্যায়, অবিচারে তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করার প্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

কলকাতার ইউরোপীয়দের ক্লাবের সদস্য ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা লাভের আগে ইউরোপীয় সদস্যদের অনেকেই এ দেশ ছেড়ে যাওয়ায় সেটি যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, ভারতীয়রা তার সদস্য হতে পারে, তার জন্য ইউরোপীয় বাকি সদস্যদের ক্লাব তুলে দিয়ে ক্লাবের বিপুল পারিমাণ টাকা যাতে আত্মসাৎ করতে না পারে, সেজন্য বারওয়েল সাহেব নিজেই এলাহাবাদ হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। ব্যারিস্টার থেকে মক্কেল হয়েও সেই ক্লাব তিনি মামলা লড়ে রক্ষা করেন এবং ভারতীয়দের তার সভ্য করা সুযোগ করে দেন। অথচ সেসব তিনি অনায়াসেই এড়িয়ে যেতে পারতেন, উল্টে স্বজাতির প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করে অপ্রিয় হতেও তাঁর দ্বিধাহীন চিত্তই তাঁকে শুধু ব্যতিক্রমি করে তোলেনি, অতুলনীয় করে তুলেছে। ইংরেজের রাজত্বেই ব্যারিস্টার বারওয়েল সাহেবের লিগালিটির সঙ্গে মরালিটির তথা আইনের সঙ্গে নীতির অপূর্ব সমন্বয়িক চরিত্রের অপরাজেয় জীবনীশক্তিই প্রকান্তরে কত অজানার বিস্ময় বিস্তার করেছে অবিরত। হাই কোর্টের সিংহভাগ গল্প-কথায় তাঁর যোগ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বা অনুষঙ্গে বিজড়িত। শুধু তাই নয়, বারওয়েল সাহেবের অনন্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর গল্পের মতোই বিস্ময়কর, ঘটনার আকস্মিকতায় কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক।

সেক্ষেত্রে শংকরের হীনমন্য মনে বারওয়েল সাহেবই বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বেলে দেওয়ায় সেই আলোতে তাঁর অপার বিস্ময়ের হাতছানি পাঠকের মন ও মনকে উদ্দীপ্ত করে রাখে অবিরত। তাঁর দেখার বিস্ময়কে ছাপিয়ে দেখানোর বিস্ময়লোক আরও বেশি মনোহর মূর্তি লাভ করে । পর্বে পর্বে বিন্যস্ত ধারাবাহিক বিচিত্র গল্পের মতো সাজানো উপন্যাসটি প্রচলিত উপন্যাসের কাঠামোয় মেলানো যায় না। সেখানে একের পর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ গল্পগুলির মধ্যে পারস্পারিক যোগে উপন্যাসের মতো একাত্মতা নেই, বিচ্ছিন্নসূত্রে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

সেখানে শংকর তাঁর কলকাতা হাই কোর্টের এসে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা গল্পাকারে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, সেই বিচিত্র গল্পের মনোহারিত্বই তাঁর জনপ্রিয়তার মূলাধার।

টেম্পল চেম্বার থেকে কলকাতা হাই কোর্টের পরিসরে মামলার কথা, মকদ্দমার হালহকিকত, মক্কেলের ইতিবৃত্ত, আইনের পেশার হালচাল সবেতেই বিচিত্র গল্পের আয়োজনকে ছাপিয়ে শংকর তাঁর সায়েবের কথাই নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। এজন্য উপন্যাসের উপসংহারে এসে শংকর তাঁর সায়েবের জীবনের অন্তিম পরিসরের কথায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। মামলার কাজে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মাদ্রাজে একটি নার্সিংহোমে বারওয়েল সাহেবের মৃত্যু হয়। সেই শোকার্ত পরিসরেও শংকর তাঁর সাহেবের কাছে শোনা একটি গল্প দিয়েই তাঁর কথা শেষ করেছেন। বিশ শতকের সূচনায় এক্স-রে মেশিন আবিষ্কারের পর লণ্ডনে এক প্রদর্শনীতে তার আলোতে শরীরের প্রতিটি হাড় দেখতে পারার বিস্ময়ে অভিভূত বারওয়েলকে জনৈক চীনা ভদ্রলোক তাঁর বালকোচিত উচ্ছাসকে সম্মতি জানিয়ে শুধু হাড়ই দেখা যাবে, কিন্তু তার হৃদয় না দেখার কথাও বুঝিয়ে দেন। শংকরও সেকথা স্মরণ করিয়ে উপন্যাসের শেষ বাক্যে লিখেছেন, ‘ঠিকই বলেছিলেন চীনা ভদ্রলোকটি এবং আশা করি, আমিও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কেবল আইনের অন্তরস্থিত অস্থিকে খুঁজে বেরানোর অপরাধ করিনি।‘ সেক্ষেত্রে লেখক শংকরের কথাতেই স্পষ্ট তিনি আইনের কঙ্কালসার চেহারাকে দেখানোর প্রয়াসী হয়ে কলকাতা হাই কোর্টের পরিচয়কে নিবিড় করায় উদ্যোগী হননি, বরং তার আধারে বিজড়িত অসংখ্য রক্তমাংসের মানুষের বিচিত্র প্রকৃতির গল্পকে উপাদেয় করে তুলেছেন।

সেক্ষেত্রে তাঁর বারওয়েল সায়েবের সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতাসূত্রেই সেই গল্পগুলির আলোতে যেমন ঐতিহ্যবাহী কলকাতা হাই কোর্টের অন্দরমহলটি ক্রমশ স্বচ্ছতা লাভ করে, তেমনই অসংখ্য চরিত্রের ক্যানভাসে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ সম্পন্ন হয়। আসলে গল্পই শংকরের ভাষা। সেই গল্পের ভাষাতেই শংকর তাঁর পাঠকের মন জয় করে নিয়েছেন। এজন্য তাঁর সাহিত্যে বিবরণের ঘনঘটা নেই, নেই ভাষ্যরচনার কারসাজি বা মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচপয়জার। যেটুকু সাহিত্যিক ভাশার কৃত্রিম আয়োজন প্রথম উপন্যাসটিতে ছিল, পরবর্তীতে তাও আর লক্ষ করা যায় না। অনারম্ভর নাটকীয়তায় তাঁর গল্প বলার সারল্য ও গল্পের বিষয়ের বৈচিত্র এবং বিশ্বস্ততাই তাঁকে পাঠকের কাছে আন্তরিক করে তোলে।

অথচ সেখানে তাঁর অসাধারণ মুন্সীয়ানা বর্তমান। উপস্থাপনার গুণে তাঁর লেখনীর ফাঁক তুলিতে ছবি এঁকে নান্দনিক করে তোলার অসাধারণ প্রতিভা ছিল শংকরের। ‘কত অজানারে’র মধ্যেও তা প্রতীয়মান।

কলকাতা হাই কোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের সান্নিধ্যে এসে শংকরের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তাঁর সায়েবই তাঁকে অসাধারণ মানুষ হিসেবে ভাবিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন। তাঁর শংকর নামটিও যে বারওয়েল সায়েবের দেওয়া, উপন্যাসটির মধ্যেও তা বর্তমান। অন্যদিকে ১৯৫৩গুর আগস্টে বারওয়েল সাহেবের আকস্মিক প্রয়াণে শোকে মুহ্যমান শংকর তাঁর অমূল্য সান্নিধ্য লাভে ধন্য জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরশে লেখা উপন্যাসে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে সক্রিয় হয়েছিলেন। এজন্য ‘পরলোকগত নোয়েল ফেডরিক বারওয়েল মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে’ উৎসর্গিত উপন্যাসটির সূচনা বাক্য ‘এর নাম হাইকোর্ট’ দেখার বিস্ময়ের চোখে ‘অম্বা স্টীমারে নদী পেরিয়ে টেম্পল চেম্বারে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আসা থেকে শেষে তাঁর সায়েবের প্রয়াণে বিষাদের ছায়ায় হাই কোর্টে থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে আসার ইতিবৃত্তে এক্সগুরে মেশিনের গল্পটি লিখে তাঁর হৃদয়ের কথার ইতি টেনেছেন। তাতে উপন্যাসটি যে শংকর বারওয়েল সান্নিধ্যে থাকার পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তাঁর সায়েবকে শ্রদ্ধার স্মারক করে তুলেছেন, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ শংকর বারওয়েল সাহেবের কাছে থেকে তাঁর জীবিতকালেই একাধিক চাকরিতে ঢুকেছিলেন। ‘দেশ’-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় ‘দেশ-এ লেখা পাঠালাম — সে লেখা ফিরে এল’ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘এরই মধ্যে এক সময় সায়েব ব্যারিস্টার (নোয়েল বারওয়েলের) সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পোস্টাপিসের চাকরিতে ঢুকেছি---সেখানেও সুবিধে করতে না পেরে ক্লাইভ স্ট্রীটের সওদাগরী তীর্থক্ষেত্র বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে কেরানিগিরিতে ডুব দিয়েছি।‘ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শংকর দুবছর (১৯৫১-১৯৫৩) বারওয়েলের কাজ করেছেন । বারওয়েলের মৃত্যুর সময় তিনি বেঙ্গল চেম্বার্স ও কমার্সে কর্মরত ছিলেন। সায়েবের আকস্মিক প্রয়াণে তাঁর শূন্যতায় শংকরের মানসিক রিক্ততাবোধ আরো বেশি শূন্য মনে হয় । কেননা তাঁর জীবনে বারওয়েল সায়েবের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা নতুন জীবন লাভের মতোই অবিস্মরণীয়। সেই রিক্ত পরিসরের কথায় শংকরের অকপট স্বীকারোক্তি ‘এই অবস্থায় গভীর রাত্রে মনে পড়তো, এই বিশ্বসংসারে এমন একজন অন্তত ছিলেন যিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। আদালতের আঙিনায় তিনি বিশ্বভুবনের ছায়া দেখিয়েছেন আমাকে। এবং সমস্ত সাময়িক দুঃখ ও ব্যর্থতার উর্দ্ধলোকে আমার মধ্যেও কিছু অসাধারণত্বের ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছেন। বন্ধুহীন এই বিশ্বসংসারে অন্তত এমন একজন ছিলেন, যিনি বিশ্বাস করতেন আমি সাধারণ নই, আমার মধ্যেও একজন অসাধারণ বিরাজ করছেন।’

সেক্ষেত্রে বারওয়েলের ‘আদালতের আঙিনায়’ তাঁর দেখানো ‘বিশ্বভুবনের ছায়া’ই শংকরের ‘কত অজানারে’র বিস্ময়লোক, উপন্যাসটি তাঁর শ্রদ্ধার স্মারক। অন্যদিকে উপন্যাসের শেষের দিকে শংকর তাঁর সায়েবের প্রয়াণে শোকে অশোক হয়ে নিজেই বিস্মিত হয়ে বলেছেন ‘নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। এক ফোঁটা জল আসছে না চোখে। বজ্রাঘাতে চোখের জল যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।‘ এজন্য ‘আইনপাড়ায় আর নয়’ বলে বিদায় জানিয়েছেন শংকর। অথচ সায়েবের জীবিতকালে তাঁর একাধিক কর্মক্ষেত্রের কথা শংকরই জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বারওয়েলের প্রয়াণে শোকাচ্ছন্নতার মধ্যেই ‘কত অজানারে’র লেখা শুরু হয়। ‘দেশ’-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যাতেই সেকথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায় ‘এই স্মৃতিও ভঙ্গুর---কতদিন যে এইভাবে সদা বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে অক্ষয় থাকবে ? তাই হারিকেনের আলোর সামনে (সহজবোধ্য কারণে আমাদের হাওড়ার বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ কাটা গিয়েছিল) একদিন আদালতী কর্মক্ষেত্রের কিছু পরিচ্ছেদ লিখে রাখতে শুরু করেছিলাম ।‘ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শংকর যে হাই কোর্টের গল্পগুলির নোট আগেই রেখেছিলেন, তা উপন্যাসটির মধ্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে উপন্যাসটি লেখার প্রস্তুতি আকস্মিক নয়, ‘আদালতী কর্মক্ষেত্রে’ থাকার সময়ই তার সূচনা হয়েছিল।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কৌট-আনকৌট

মাত্র আড়াই মাস, আপনি যেভাবে চারিদিকে দৌড়াচ্ছেন, আমি হয়তো তা পারিনি। যেভাবে সকাল, সন্ধ্যায় বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন, আমি হয়তো সেটা করতে পারিনি। এটা আমি স্বীকার করছি।

অগ্নিমিত্রা পালকে উদ্দেশ্য করে ফিরহাদ হাকিম

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নিতুড়িয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়ি ও রেস্তোরাঁয় ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার পারবেলিয়া এলাকায় ব্যবসায়ী সুরজ বিশ্বকর্মার বাড়ি ও রেস্তোরাঁয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির হানা। জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে ইডির আধিকারিকরা নিতুড়িয়ার পারবেলিয়া এলাকায় ঐ ব্যবসায়ীর বাড়ি ও রেস্তোয়ায় তল্লাশি অভিযান চালায়।জানা গেছে ব্যবসায়ীর ব্যবসা

সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও কর সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি নিয়ে অভিযান চালায় তারা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে দীর্ঘ প্রায় ১০ঘন্টা ধরে তল্লাশির অভিযান চালানোর পর এদিন বিকেল নাগাদ তার ঐ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বের হয় যান। যদিও বের হওয়ার পর ইডির আধিকারিকগণ সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন নি। তবে সূত্র মারফত জানা গেছে, পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার অন্তর্গত পারবেলিয়া এলাকার বাসিন্দা সুরজ বিশ্বকর্মার নামে ব্যবসায়ীর ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। ইডির অভিযোগ আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ সহ ব্যবসার বিভিন্ন নথি ভুয়ো সংক্রান্ত বিষয়ে এদিন সকাল থেকে দীর্ঘ প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে ঐ ব্যবসায়ীর বাড়ি ও রেস্তোরাঁয় দীর্ঘক্ষণ ধরে অভিযান চালায় ইডির আধিকারিকগণ। এদিকে ইডির দীর্ঘক্ষণ ধরে অভিযান চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ব্যবসায়ীর পরিবারের কোন ব্যক্তিকে তার বাড়িতে যেতে না দেওয়ার জন্য ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির সামনে এসে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সাথে তর্কে জড়ান এলাকার তৃণমূল নেতা হরেরাম সিং। হরেরাম বাবু সাংবাদিকদের সামনে বলেন, 'সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় ১০ ঘন্টা ধরে ইডির আধিকারিকগণ অভিযান চালায় সুরজের বাড়িতে। অথচ তার পরিবারে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ওই ব্যবসায়ী একা। তার বাবা নেই। তার পরিবারের বৃদ্ধ মা রয়েছেন। তার সারাদিন ধরে খাবার ওষুধ কে দেবে তাই আমরা তার পরিবারের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম কিন্তু কাউকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয় নি।হরেরাম বাবু আরো বলেন ইডির আধিকারিকগণ তল্লাশি অভিযান জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারেন। কিন্তু এইভাবে অমানবিকভাবে ওই পরিবারের বৃদ্ধ মহিলা সহ ছোট ছোট বাচ্চাদের সারাদিন আটকে রেখে অভিযান চালাতে পারেন না। তারই প্রতিবাদ জানিয়েছি এদিন।

উল্টোরথে ফেরার পালা

বীরভূমে ভক্তি ও ঐতিহ্যের আবহে সম্পন্ন রথোৎসব

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: রথযাত্রার মাধ্যমে মাসির বাড়িতে গমন, আর উল্টোরথে নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন এই প্রাচীন বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে ঘিরেই রবিবার বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হল উল্টোরথ উৎসব। রথযাত্রার দিন যেমন ভক্তদের ঢল নেমেছিল, তেমনি উল্টোরথেও দেখা গেল ধর্মীয় উৎসাহ, কীর্তন, পূজা ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন।

হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, রথযাত্রার দিনে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূল মন্দির থেকে রথে চড়ে মাসির বাড়িতে যান। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর উল্টোরথ বা বাহুড়া যাত্রার মাধ্যমে তাঁরা আবার নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন। এই প্রত্যাবর্তন উৎসবকেই উল্টোরথ নামে অভিহিত করা হয়। পুরীর জগন্নাথধামের মতো বাংলার বিভিন্ন এলাকাতেও বহু বছর ধরে এই প্রথা পালিত হয়ে আসছে। বীরভূমের তারাপীঠে উল্টো রথে মা তারা ফের জনসমক্ষে আসেন পথ পরিক্রমা করেন। সিউড়ির রাধাবল্লভ মন্দিরের রথ, যাত্রিক ক্লাবের রথ,সারদাপল্লী মহিলা পরিচালিত রথ সিউড়ির পথ পরিক্রমা করে। স্টেশন বাজার এলাকার দেবালয় ট্রাস্টের উদ্যোগে এবছরও উল্টোরথ উৎসবে যথাযোগ্য মর্যাদায় রথযাত্রা কমিটি-সহ ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। রথযাত্রার দিন যে স্থান থেকে রথযাত্রা শুরু হয়েছিল, উল্টোরথে সেই একই স্থান ও একই আয়োজনের মধ্য দিয়েই প্রভু জগন্নাথের প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয়। ভক্তরা রথের রশিতে টান দিয়ে প্রভুর মঙ্গলযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক দাস। তিনি রথোৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রথযাত্রা ও উল্টোরথ কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সামাজিক বন্ধনের বার্তা বহন করে। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। রথের চারপাশে ভক্তদের ভিড়, হরিনাম সংকীর্তন, শঙ্খধ্বনি ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা। শিশু থেকে প্রবীণ সব বয়সের মানুষ উৎসবে অংশ নেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন, উল্টোরথের দিনে রথের রশিতে টান দিলে জীবনে শুভ ফল লাভ হয় এবং সংসারে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে।

MIRZA NOOR MAHAMMAD COLLEGE OF EDUCATION
E-Mail: contact@mnmced.org, Web: www.mnmced.org.
Recog. by N.C.T.E. & Affiliated to B.S.A.E.U. & W.B.B.P.E.
P.O.- Lutunia, P.S.- Sabang, Paschim Medinipur, Pin- 721166, W.B.

Required for the post of B.Ed. department: Principal Assistant Professor of following subjects - Perspectives in Education, Bengali, English, Sanskrit, Mathematics, Education, History, Geography, Santhali, Philosophy, Sociology, Echonomics, Physical Science, Performing Arts (Music/Dance/Theatre), Health & Physical Education, Liberian, Administrative & Technical support staff.
Qualifications are required as per NCTE norms. Willing candidates are requested to send their CV with all testimonials, including Aadhaar Card, Pan Card & Colour Photo mentioning name of post to the above-mentioned Email id & by post within 7 days.

Secretary

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.** এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২৩.০৫.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **মেসার্স এইডলাইফ (ঋণগ্রহীতা, এর স্বত্বাধিকারী দেবশ্রী দাস কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) দেবশ্রী দাস (স্বত্বাধিকারী মেসার্স এইডলাইফ এবং জামিনদাতা) এবং দিবারঞ্জন দাস (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা)** উক্ত নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮৫,২৬,০৮৮.৩৯ টাকা (পঁচাশি লাখ ছাব্বিশ হাজার অষ্টআশি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা)** হিসেবকৃত পরবর্তী সুদ নথিতথ্যাদি হারে এবং উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে প্রতিটি আর্থিক সহায়তা সহ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২ জুলাই** ২০২৬ তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. **৮৫,২৬,০৮৮.৩৯ টাকা (পঁচাশি লাখ ছাব্বিশ হাজার অষ্টআশি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা)** হিসেবকৃত পরবর্তী সুদ সহ নথিতথ্যাদি হারে এবং উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে প্রতিটি আর্থিক সহায়তা সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (তদস্থিত ভবন/নির্মাণ) পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৫ ছটার অবস্থিত মৌজা - রাইপুর, জেএল নং ৩৩, সিএস প্লট নং ২৪৮ (অংশ) এবং ২৪৯ (অংশ) কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন হোল্ডিং নং ৩৪৯/২৬৮, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, থানা : যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
*** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল তারিখ ২৩.১২.২০০২ নথিভুক্ত বুক নং ১, দলিল নং ২২০২- ২০০৩ সালের সম্পত্তি দীবারঞ্জন দাস এর নামে।

তারিখ- ২২.০৭.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং
২য় তলা, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলী
পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩
ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

দাবি নোটিশ
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে নোটিশ

১. মেসার্স নিউ পাল ভাই স্টোর্স (লোনগ্রহীতা), ৩৮/এ বি পি দে স্ট্রিট, ওয়ার্ড নম্বর - ১১, শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, ৭১২২০১, পশ্চিমবঙ্গ।
২. শ্রী শ্যাম সুন্দর পাল (অংশীদার), পিতা শ্রী বিশ্বেশ্বর পাল, ৪৯এ বি.পি. দে স্ট্রিট, ওয়ার্ড নম্বর - ৫, শ্রীরামপুর, হুগলী - ৭১২২০১।
৩. মৃত শ্রী বিনয় ভূষণ পাল (অংশীদার) [২৭.০৯.২০২০ তারিখে মৃত]-এর এস্টেটের প্রতি, আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত:
I. শ্রীমতি শিখা পল, স্বামী- মৃত বিনয় ভূষণ পাল, ৫৯/জি, রাজা রামমোহন রায় সরণি, পোঃ - মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭১২২০৩।
II. কুমারী সংস্কিতা পল, পিতা- মৃত বিনয় ভূষণ পাল, ৫৯/জি, রাজা রামমোহন রায় সরণি, পোঃ - মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং - ৭১২২০৩।
III. কুমারী শর্মিষ্ঠা পল, পিতা- মৃত বিনয় ভূষণ পাল, ৫৯/জি, রাজা রামমোহন রায় সরণি, পোঃ - মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং - ৭১২২০৩।
IV. অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারী, যদি কেউ থাকেন।

বিষয়: ইন্ডিয়ান ব্যাংক (তৎকালীন এলাহাবাদ ব্যাংক) শ্রীরামপুর শাখায় আপনাদের লোন অ্যাকাউন্ট মেসার্স নিউ পাল ভাই স্টোর্স (অ্যাকাউন্ট নম্বর ২০৬৭৩৭৮৫৩৯১) - সংক্রান্ত।

আপনাদের মধ্যে ১ম জন একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, ২য় জন এবং I, II, III ও IV হলেন বর্তমান ও সকল প্রাসঙ্গিক সময়ে ব্যক্তিবিশেষে। আপনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন লোনগ্রহীতা, ২য় ও ৩য় জন হলেন ১ম জনের গ্রহণ করা লোন অ্যাকাউন্টগুলির গ্যারান্টার বা জামিনদার। আপনাদের মধ্যে I, II, III ও IV হলেন ৩য় জনের আইনি উত্তরাধিকারী। ২য় ও ৩য় জন হলেন বন্ধককদাতা, যাঁরা ১ম এবং ২য় জনের গ্রহণ করা লোন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে তাঁদের সম্পত্তি জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন।
ব্যাংকিং ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আপনাদের মধ্যে ১ম, ২য় এবং ৩য় জনের অনুরোধে, নিম্নলিখিত সুবিধাটি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ১ম জন তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
ক্যাশ ক্রেডিট (২০৬৭৩৭৮৫৩৯১)	২৮,০০,০০০/- টাকা

আপনারা সকলে উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সম্পাদন করেছেন:

সুবিধার প্রকৃতি	নথিপত্রের প্রকৃতি
১. ক্যাশ ক্রেডিট	১. আবেদনপত্র, মঞ্জুরির স্বীকৃতি, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, লোন চুক্তি, গ্যারান্টি চুক্তি, লোনগ্রহীতা-বন্ধকদাতার ঘোষণাপত্র, স্বত্ব দলিল জমাদানের নিশ্চয়তাপত্র।

উপরোক্ত লোন পরিশোধের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি আপনাদের মধ্যে ২য় ও ৩য় জন দিয়েছেন।
উক্ত লোন পরিশোধের বিষয়টি শ্রীরামপুরের সম্পত্তি(গুলি) বন্ধক রেখে এবং নীচে তফসিলে প্রদত্ত **১ম জনের মালিকানাধীন স্থায়ী সম্পদ/মজুদ পণ্য/অস্থাবর সম্পত্তি হাইপোথিকেশন করার মাধ্যমে** সুরক্ষিত।
সুদসহ বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য আপনাদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; আপনারা সকলে এবং প্রত্যেকে, যাঁরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নীতিমালা অনুযায়ী **০২.০২.২০২৬** তারিখ থেকে এই লোন অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
২৩.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনাদের প্রদেয় বকেয়া অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:

(অঙ্ক টাকায়)

অ্যাকাউন্ট নম্বর	বুক ব্যালেন্স	এমওআই, এমএলই এবং এমওএক্স	মোট
ক্যাশ ক্রেডিট (২০৬৭৩৭৮৫৩৯১)	২১,৮২,৭১২.১৯ টাকা	২,০৮,৩৮৩.৮১ টাকা	২৩,৯১,০৯৬.০০ টাকা
মোট			**২৩,৯১,০৯৬.০০ টাকা**

২৩.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী উপরোক্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ **২৩,৯১,০৯৬/- টাকা (তেইশ লক্ষ একানব্বই হাজার ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)** এবং **২৪.০৭.২০২৬** তারিখ থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত এর ওপর সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ যুক্ত হবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে লোনগ্রহীতা বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাঁকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা জামানত হিসেবে কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা **২৩.০৭.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত বকেয়া অর্থ, অর্থাৎ **২৩,৯১,০৯৬/- টাকা (তেইশ লক্ষ একানব্বই হাজার ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)** এবং **২৪.০৭.২০২৬** তারিখ থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচসহ, ১৩ (২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্যথায়, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের আর কোনো রেফারেন্স না দিয়েই তার সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।
যদি আপনারা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাংক নীচের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারার অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনাদের দাবি পূরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সম্পত্তির দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
[মেসার্স নিউ পাল ভাই স্টোর্সের ১৩(২) ডিমান্ড নোটিশের ২য় পাতা, তারিখ, ২৪.০৭.২০২৬]
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উক্ত আইনের ১৩ (১৩) ধারার বিধান অনুযায়ী, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পর কোনোভাবেই সুরক্ষিত সম্পদ (নীচের তফসিলে প্রদত্ত) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে যাবে না।
বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রকার ক্ষুণ্নতা ছাড়াই আপনাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনাদের পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া ডিসকাউন্টেড বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায়বদ্ধতাগুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাদের আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফায়েসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিগুলির ওপর আপনাদের রিডেম্পশন বা পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরোক্ত ১৩ ধারার অধীনে এই নোটিশ জারি করতে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

তফসিল

যে সম্পদগুলিতে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো:

বন্ধক রাখা সম্পদ:

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল. ৮১২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) পরিমাপের দোকান, যা কমবেশি একটি বহুতল ভবনের ১ম তলায় অবস্থিত, এর সাথে ইজমেন্ট অধিকার এবং জেলা-হুগলী, থানা - শ্রীরামপুর, এডিএসআর: শ্রীরামপুর-এ অবস্থিত কমবেশি ০২ কাঠা, ১২ ছটাক, ২৮ বর্গফুট পরিমাপের জমির আনুপাতিক অংশ। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হোল্ডিং নম্বর ৩৮/এ, বি.পি. দে স্ট্রিট, জে.এল. নম্বর ১৩, মৌজা - শ্রীরামপুর, আর.এস. খতিয়ান নম্বর - ১৭৯৮, ১৭৯৯ এবং ১৮০০। আর.এস. দাগ নম্বর - ৫০৫৭ (পি), ৫০৫৮ (পি) এবং ৫০৫৯ (পি), এল.আর. দাগ নম্বর - ৫২২৭। বিনয় ভূষণ পাল এবং শ্যাম সুন্দর পালের নামে ২০০৭ সালের বিক্রয় দলিল নম্বর ১৪৩৫, বুক নম্বর-১, সিডি ভলিউম নম্বর-২, পৃষ্ঠা ৯৩২১ থেকে ৯৩৩৬ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **জমি ও বহুতল ভবনের সীমানা: উত্তরে:** বি.পি. দে স্ট্রিট; **দক্ষিণে:** তপন কুমার সাহার সম্পত্তি; **পূর্বে:** সাধারণ যাতায়াতের পথ; **পশ্চিমে:** সুনীল হাজরার সম্পত্তি।

হাইপোথিকেটেড সম্পদ:

ব্যাংক ফাইন্যান্সের দ্বারা তৈরি স্টক, বুক ডেবটস এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ, যা বি.পি. দে স্ট্রিট, ওয়ার্ড নম্বর ১১, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, পোঃ ও থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গে রাখা আছে।

তারিখ: ২৪.০৭.২০২৬
স্থান: ব্যান্ডেল

স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

মহানায়কের প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মহঞ্জ নায়ক উত্তম কুমার। বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি। আজো তাঁর অভিনীত ছবি মেগাহিট। মহানায়কের মূর্তি এ রাজ্যে মাত্র দুটি রয়েছে। একটি টালিগঞ্জে অন্যটি রয়েছে বাগনান কলেজ রোডে। শুক্রবার মহানায়কের প্রয়ান দিবসে দিনটি পালিত হল অনাড়ম্বর ভাবেই। বাগনানের বিশিষ্ট জনের সংগঠন 'স্বজন' এর কর্ণধার চন্দ্রনাথ বসু অনেকটা হতাশ হয়ে এদিন জানান, 'সামর্থ্য মতো মহানায়কের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, এদিন অনুষ্ঠানে আসা কলেজ ছাত্রীদের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। মহানায়ক উত্তম কুমারের এই আবক্ষ মূর্তি ২০০৬ সালে উত্তম অনুরাগীরা স্থাপন করেন। শিল্পী ছিলেন ভাস্কর গণেশ পাল। উদ্বোধন করেছিলেন যাত্রানট মদন কুমার পাত্র। তবে এই সামান্য উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চলচ্চিত্র প্রেমীরা।

M.N.M. TEACHERS' TRAINING COLLEGE
E-Mail: mnm@mnmttc.org, Web: www.mnmttc.org.
Recog. by N.C.T.E. & Affiliated to B.S.A.E.U. & W.B.B.P.E.
Vill+P.O.-Dhaneswarpur, P.S.-Pingla, Paschim Medinipur, Pin-721166

Required for the post of B.Ed. department: Principal Assistant Professor of following subjects - Perspectives in Education, Bengali, English, Sanskrit, Life Science, Mathematics, Computer Science, Education, History, Santhali, Geography, Hindi, Political Science, Performing Arts (Music/Dance/Theatre), Health & Physical Education, Liberian, Administrative & Technical support staff.
Qualifications are required as per NCTE norms. Willing candidates are requested to send their CV with all testimonials, including Aadhaar Card, Pan Card & Colour Photo mentioning name of post to the above-mentioned Email id & by post within 7 days.

Secretary

SBI
এসবিআই এইচএলসি বহরমপুর (৬৪২০৯)
পঞ্চাননতলা (১ম ফ্লোর), ৩৪, জাতীয় সড়ক, বহরমপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১, ই-মেইল: sbi.64209@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [বিধি ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বহরমপুর** -এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নম্বর) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯ এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর বিপরীতে প্রদর্শিত তারিখে, নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এবং সর্বসাধারণকে এই সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বহরমপুর** -এর উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) -এর দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১.	**ইসরাফিল মণ্ডল** পিতা- বাদল মণ্ডল ঠিকানা: গ্রাম- জলঙ্গী হাই স্কুল পাড়া, পোঃ - জয়কৃষ্ণপুর, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৫ **অ্যাকাউন্ট নং - ৩১৬৮৯৫৩৮০২৪**	**সম্পত্তির মালিক ইসরাফিল মণ্ডল।** জেলা - মুর্শিদাবাদ, থানা - জলঙ্গী, মৌজা - জয়কৃষ্ণপুর, তৌজি - ২১, জে.এল. নং - ২৯, **দানপত্র নং - I-১১৮১৩, বছর - ২০১০,** পৃষ্ঠা - ৪৯৪১ থেকে ৪৯৫৪, সিডি ভলিউম নং - ৩১, বুক নং - ১, এডিএসআর - ডোমকল। খতিয়ান নং - বর্তমান এল.আর. - ৫৩৪২, দাগ নং - এল.আর. - ৭৩৬, **পরিমাণ - ০০.০৩২৫ একর।** **সীমানা:- উত্তরে:-** জামাল মণ্ডলের বাড়ি, **দক্ষিণে:-** খোকন মণ্ডলের বাড়ি, **পূর্বে:-** গলি, **পশ্চিমে:-** পঞ্চায়েত রাস্তা।	**১) ০৯.০৪.২০২৬ ২) ২৩.০৭.২০২৬ ৩) ৫,০০,২৭৭.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ দুইশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং সেই সাথে হালনাগাদ অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।
২.	**শ্রীমতি কাবেরী চ্যাটার্জী** স্বামী- মৃত অনিল চ্যাটার্জী গ্রাম - দরবেশপাড়া, পোঃ এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫ **অ্যাকাউন্ট নং :- ৩৮৭৭৭৯৮১৮১৬ (এইচবিএল), ৩৯৭৩২৯৬৩৯৩৭ (টপ আপ)**	**সম্পত্তির মালিক: শ্রীমতি দেবলীনা চ্যাটার্জী।** জেলা - মুর্শিদাবাদ, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা - এনায়েতনগর, এডিএসআর- জঙ্গিপুর। খতিয়ান নং আর.এস. - ২৭৮, পুরোনো এল.আর. - ৫৬৭, নতুন এল.আর. - ১১৯৮, দাগ নং আর.এস. - ২৬১, এল.আর. - ৫৬৭, প্রকৃতি - ভিটি, **পরিমাণ - ০.০১৭৯ একর।** **সীমানা: উত্তরে** - অসিত ঘোষের ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে** - পাকা রাস্তা, **পূর্বে** - প্রবীন সাহার বাড়ি, **পশ্চিমে** - শ্যামল মণ্ডলের বাড়ি। **(দলিল নং ১৫১৮, বছর-২০১৯)**	**১) ১২.০৩.২০২৬ ২) ২৪.০৭.২০২৬ ৩) ১৮,৪৯,২৭০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত সত্তর টাকা মাত্র) ১১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং ১২.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি।

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৬ এবং ২৪.০৭.২০২৬
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
হাওড়া জোনাল অফিস

৫, বি.টি.এম. সরণি
৫ম তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

বিক্রয় নোটিশ
(দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকারের নিলাম)

এতদ্বারা স্বর্ণ-ঋণ গ্রহীতা, তাঁদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা ও নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতারা তাঁদের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করছেন না। এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, যদি তাঁরা **২৭.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ স্বর্ণ-ঋণ হিসাবে সমুদয় বকেয়া অর্থ (হালনাগাদ সুদ এবং যাবতীয় খরচ ও চার্জসহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার ২৮.০৮.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত** 'ই-অকশন' ওয়েবসাইট **http://egold.auctiontiger.net**-এর মাধ্যমে ব্যাংকের উদ্যোগে ই-নিলামে তোলা হবে এবং এর যাবতীয় খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের পক্ষ থেকে দাবিদার কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না। এছাড়া, প্রয়োজনে ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই পূর্বনির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন অথবা নিলাম কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট গ্রস ওজন (গ্রামে)	মোট নেট ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সংরক্ষিত মূল্য/ ইএমডি (টাকা)	ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত
১.	ত্রিবেণী **ঠিকানা :** প্রবীর সেনগুপ্ত ভবন, ১, জেটিপি রোড, বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী, হুগলি, পিন - ৭১২৫০৩ **(যোগাযোগ ব্যক্তি : নীহার রঞ্জন কোঁনার,: ৭০০৮৩৭৩৪২৬)**	মহ জাভেদ হোসেন	৪১৯০৭৭৬১০০০০৯৯৬	৪.২০	৪.২০	১৮,৯৮৬.০০	৪৮,৫০৩.৫৪	ইএমডি পরিমাণ - ২৫,০০০ টাকা প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার জন্য **ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত অ্যাকাউন্টের নাম** মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড **ব্যাঙ্কের নাম :** আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক **বর্তমান অ্যাকাউন্ট নম্বর :** ০০২৪০৫০১৯৪০৮ **শাখা :** জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ **আইএফএসসি কোড** ICIC0000024
২.	বাসুদেবপুর **ঠিকানা :** বাসুদেবপুর, ভবানী চক বাজার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৫২ **(যোগাযোগ ব্যক্তি : নীহার রঞ্জন কোঁনার,: ৭০০৮৩৭৩৪২৬)**	সুশীল মন্ডল	৪১৯৪৭৭৬১০০০৩৯৬৮	৬৬.৮০	৩৮.৫০	২,২৮,৪১৭.০০	৩,৮২,৫০৯.৭২	
৩.	নিকাশী বাজার **ঠিকানা :** গ্রাম : মিরিকপুর, পো মিরিকপুর, থানা : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৪৯। **(যোগাযোগ ব্যক্তি : নীহার রঞ্জন কোঁনার,: ৭০০৮৩৭৩৪২৬),**	অর্চ্চনা পাত্র	৪৩১৪৭৭৬১০০০১৪৩৯	২৪.৩৩	১৮.২০	৬৫,৮৮০.৫৪	২,৫৬,৯০১.৮১	
		অর্চ্চনা পাত্র	৪৩১৪৭৭৬১০০০১২১১	২২.৩৭	১৬.৮০	৭৭,২১০.০০	২,৩৭,১৪০.১৩	
৪.	রুপাসগড়ি, **ঠিকানা :** গ্রাম : এবং পো : রুপাসগড়ি, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩১২ **(যোগাযোগ ব্যক্তি : নীহার রঞ্জন কোঁনার,: ৭০০৮৩৭৩৪২৬)**	রুকসানা বেগম	৪২৮৭৭৭৬১০০০২৯৫১	১৯.০৩	১৮.০৭	৬৯,৬২৬.০০	৮২,০৫৬.৭৪	
		সৌমেন কুমার সামন্ত	৪২৮৭৭৭৬১০০০২৮১৫	২৪.৬০	২২.৯১	১,১০,২৪২.৮০	২,৩৭,৮২০.৫০	
৫.	চাঁপদানি **ঠিকানা :** ৮, জি টি রোড চাঁপদানি, পো : বৈদ্যবাটী, জেলা : হুগলি, পিন : ৭২২২২২, **(যোগাযোগ ব্যক্তি : নীহার রঞ্জন কোঁনার,: ৭০০৮৩৭৩৪২৬)**	মানসুরা বিবি	৪২৫১৭৭৬১০০০০৯৬৫	৫২.২৫	৪৫.০০	২,২২,৬৬৫	৪,৯৪,০৩৭.১৬	
		মানসুরা বিবি	৪২৫১৭৭৬১০০০০৯৬৬	৫১.২০	৪৪.০০	২,২১,৫৫১	৪,৮৩,০৫৮.৫৫	
		মানসুরা বিবি	৪২৫১৭৭৬১০০০০৯৬৭	৪১.৮০	৩৬.০০	১,৮১,৩৭৫	৩,৯৫,২২৯.৭২	
		মানসুরা বিবি	৪২৫১৭৭৬১০০০০৯৬৯	২৬.০০	২০.০০	৭৭,০২৫.৪২	১,৯৮,৭০৬.৩৫	

নিলামের শর্তাবলী : গহনা বা অলঙ্কারের গুণমানের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়। অলঙ্কারগুলো **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। স্বর্ণের গুণমান বা অবস্থার দায়ভার মূলত সেই ব্যক্তির (যিনি গহনা বন্ধক রেখেছিলেন) এবং যিনি নিলামে বিজয়ী হবেন, তাঁদের ওপর বর্তাবে। সফল নিলামকারীকে স্বর্ণ বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিলামের সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে; অন্যথায় ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারে। আগ্রহী নিলামকারীরা বিস্তারিত শর্তাবলী জানতে নিলাম পোর্টালটি পরিদর্শন করতে পারেন। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বাতিল করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। স্বর্ণালঙ্কার নিলামের পর এ বিষয়ে কোনো প্রকার দাবি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত নিলাম প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং নিজস্ব একক সিদ্ধান্তে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, পরিমার্জন বা শিথিল করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দর প্রস্তাব করার অর্থ হলো, নিলামকারী নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন এবং সমস্ত কর, শুল্ক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন; এক্ষেত্রে 'ক্রেতার সতর্কতার নীতি' প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ আরও বোঝায় যে, নিলামকারী নিলামের সময় কার্যকর শর্তাবলী (যেকোনো সংশোধনীসহ) সতর্কতার সাথে পড়েছেন ও বুঝেছেন। একবার দর প্রস্তাব করা হলে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসামঞ্জস্য দেখা দিলে বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি সংস্করণটিই চূড়ান্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে।
নিলামের দিনের আগে উল্লিখিত ঋণ হিসাব সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য নিলামকারীদের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া জানানো যাচ্ছে যে, কোনো ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ দরদাতা হওয়ার পর, অবশিষ্ট অর্থ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে।
অনলাইন নিলামটি ২৮.০৮.২০২৬ **তারিখে ভারতীয় সময় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী নিলামকারীদের 'ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড' (অকশন টাইগার)-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে; যোগাযোগের নম্বর **৯০২৩৭২৪৭৮০ / ৬৩৫১৮৯৬৬৪০** অথবা ই-মেইল আইডি **egold@auctiontiger.net**।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার
হাওড়া জোনাল অফিস

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "গোদরেজ জেনেসিস" বিল্ডিং, ইউনিট ১৪০৪, ১৪তম ফ্লোর, সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০ ০৯১

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের
কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		জুন ৩০, ২০২৬	মার্চ ৩১, ২০২৬	জুন ৩০, ২০২৫	মার্চ ৩১, ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫১,২৪৪.৪২	৫২,৫৭২.০৯	৩৮,৭৪৬.২৪	১৯০,৪৪০.৩২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৭,৯২৯.৬৪	৬,৬৮৫.৭১	৪,০৪১.৯৫	২৮,৮০১.৪০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭,৯২৯.৬৪	৬,৬৮৫.৭১	৪,০৪১.৯৫	২৮,৮০১.৪০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,৯০০.৯৮	৪,৬৫২.৮০	২,৫৭৪.২১	১৯,৯৬১.৯২
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৬,৮১৪.৭৫	৭,০১৪.৫৮	৯,৫৭৭.২৭	৩৩,৯৭১.৫৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৫৮,০৬০.৫২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	৩.৪৭	৪.১৪	২.২৯	১৬.১৯
	২. মিশ্রিত	৩.৪৭	৪.১৪	২.২৯	১৬.১৯

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-lounge/stock-exchange-communication/) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৬

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "গোদরেজ জেনেসিস" বিল্ডিং, ইউনিট ১৪০৪, ১৪তম ফ্লোর, সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০ ০৯১

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের
স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		জুন ৩০, ২০২৬	মার্চ ৩১, ২০২৬	জুন ৩০, ২০২৫	মার্চ ৩১, ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১,৭৭৯.২৭	২১,৪২৪.৪১	১৮,৯৯৭.০৯	৮০,১১৪.২৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৮৭৩.৩১	৫,২২৭.০৪	২,৫৭৮.৫৬	১৫,৫৪৫.৭০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৮৭৩.৩১	৫,২২৭.০৪	২,৫৭৮.৫৬	১৫,৫৪৫.৭০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬১৯.৭০	৪,০১৮.৭৬	১,৮৯৮.০৪	১১,৬৯৩.২৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৬২১.২৬	৪,০৫৫.৮৪	১,৮৯৯.৬০	১১,৭৯০.৩৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৯৭,২৮৫.১৫
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :				
	১. মৌলিক	০.৬৩	৪.১১	১.৯৪	১১.৯৮
	২. মিশ্রিত	০.৬৩	৪.১১	১.৯৪	১১.৯৮

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-lounge/stock-exchange-communication/) এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৬

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

কোটমার্শাল হওয়ায় মানসিক অবসাদ থেকেই খুন!

বিএসএফের হেডকোয়ার্টারে গুলি-কাণ্ডে গ্রেপ্তার জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার বৈষ্ণবনগর থানার ১৭ মাইল এলাকায় বিএসএফের হেডকোয়ার্টারে গুলি-কাণ্ডে অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে দীর্ঘক্ষণ জেরা করার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অভিযুক্তের ব্যবহারকারী সেই স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি। শুক্রবার ধৃত ওই বিএসএফ জওয়ানকে মালদা আদালতে তোলা হলে, তাকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। যদিও এদিন ধৃত ওই জওয়ান আদালতে যাওয়ার পথেতে কার্যত নিশ্চুপ ছিল। সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে দেখা যায় নি। বৈষ্ণবনগরের বিএসএফের হেডকোয়ার্টারে গুলিতে দুই সহকর্মীকে ঝাঁঝরা করে খুনের ঘটনায় এবং একজনকে গুলি চালিয়ে আহত করার ঘটনার বিষয়টি নিয়ে এখনও তদন্তকারী পুলিশকর্তারা কোনও কিছুই পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না। তবে মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'মানসিক হতাশাগ্রস্থতার কারণে থেকেই হয়তো এই গুলিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারে ওই জওয়ান। তবুও পুরো বিষয়টি এখনও তদন্ত সাপেক্ষ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রেই পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বৈষ্ণবনগরের বিএসএফের হেড কোয়ার্টারে শিভম মিশ্র নামে ১১৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে আচমকা গুলি চালিয়ে ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের দুই বিএসএফ জওয়ানকে খুনের অভিযোগ ওঠে। তার গুলিতে গুরুতর জখম আরও এক জওয়ানের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গুলি কাণ্ডে মৃতদের নাম অজয় কুমার সিং (৫১), তাঁর বাড়ি বিহারের ছাপড়া জেলার মানঝি এলাকায়। আব্দর সুরেশ দগড়(৩৭), তাঁর বাড়ি মহারাষ্ট্রের গাঁডচিলোনি।

আহতের নাম বিকাশ গ্রম্ন (৪৪)। বাড়ি হুগলি জেলার কোলবা থানার মহান্দা গ্রামে। ধৃত জওয়ানের বাড়ি ছত্রিশগড় রাজ্যের জানকিপুরি এলাকায়। এদিনের এই হামলার ঘটনার পরে শিভমকে ধরে ফেলে অন্য জওয়ানেরা। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শিভমের বিরুদ্ধে এর আগে তার এক সহকর্মীর ওপর একটি পুরনো হামলার ঘটনায় অভিযোগ রয়েছে। যার ফলে ধৃত শিভমের কোমার্শাল হয় এবং তাকে বেশ কিছুদিন ধরিয়ে বিএসএফের মালদার হেডকোয়ার্টারের নিজেদের হেপাজতে নিয়েই পুরনো একটি মামলার ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছিল পদস্থকর্তারা। বৈষ্ণবনগর থানার ১৭ মাইল এলাকার এই হেডকোয়ার্টারের বিএসএফের হেপাজতে থাকাকালীন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাথরুম যাওয়ার কথা বলে। সেই হেপাজতের দায়িত্বে এক সেন্ট্রি ছিলেন। আচমকায় সেই সেন্ট্রিকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকেই একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল জোর জবরদস্তি কেড়ে নেয় ওই অভিযুক্ত। এরপর নাকি কর্তব্যরত সেন্ট্রিকে গুলি চালানোর চেষ্টা করা হলে প্রাণ বাঁচাতে সেন্ট্রি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপরই পাশের একটি ডলমেটারিতে গিয়ে বিশ্রামরত অবস্থায় বিএসএফের ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের তিন জওয়ানের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলেই দুই জনওয়ানের মৃত্যু হয় এবং একজনের বাম পায়ে গুলি লাগে। আহত বিএসএফের ওই জওয়ান চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এদিকে ঘটনার পর বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসারেরা। এরপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তের কোর্টমার্শাল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তবে ওইদিন যদি ডলমেটোরিতে আরও কেউ বিশ্রামরত অবস্থায় থাকতো, তাদের ওপর গুলি চালাত অভিযুক্ত বলেও অনুমান বিএসএফ এবং পুলিশের। হেডকোয়ার্টারে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেই সেখান থেকেই পালানোর পরিকল্পনায় ছিল ধৃতের।

পঃ বিষ্ণুপুরে তৃণমূলে বড় ধাক্কা

দুই পঞ্চায়েত সদস্যের পদত্যাগ

দেবাশিস দে

বিষ্ণুপুর: 'দল ভাঙন, দুর্নীতি ও অচল প্রশাসনের জের' দাবি বিরোধীদের, জোরদার রাজনৈতিক চর্চা বিষ্ণুপুরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের পশ্চিম বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বড় রাজনৈতিক ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯১ ও ১৯২ নম্বর আসনের দুই নির্বাচিত সদস্য গৌতম কুমার দাস এবং বৈজন্তী দাস স্বেচ্ছায় সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁরা পৃথকভাবে বিডিওর কাছে লিখিত পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। ২২ জুলাই বিষ্ণুপুর-১ ব্লক অফিসে তাঁদের আবেদন গ্রহণ করে ডকেট নম্বরও দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিষ্ণুপুর এলাকার ২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম কোনও তৃণমূল সদস্য ও সদস্যা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন। ফলে ঘটনাটি ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক চর্চা। বিরোধীদের মতে, এটি তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতার স্পষ্ট ইঙ্গিত এবং আগামী দিনে অন্য পঞ্চায়েতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। পদত্যাগপত্রে দুই সদস্যই দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতা ও চিকিৎসাজনিত সমস্যার কারণে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে উল্লেখ করেছেন। সেই কারণেই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, শুধুমাত্র শারীরিক অসুস্থতা নয়, দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত থমকে ছিল। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছিল এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিল। পদত্যাগী সদস্য গৌতম কুমার দাস বলেন, 'আমি মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত। দল এখন তিন ভাগে বিভক্ত। আমাদের বর্তমান বিধায়কও বিভিন্ন আইনি জটিলতার মধ্যে রয়েছেন। ঘরে-বাইরে নানা কথা শুনতে হচ্ছে। মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সুযোগ আর পাচ্ছি না। এই পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ থেকে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তাই সদস্যপদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায় বলেন, 'ডায়মন্ড হারবার এলাকার অধিকাংশ পঞ্চায়েতেই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। মানুষ এখন সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। পশ্চিম বিষ্ণুপুর থেকে যে পদত্যাগের সূচনা হল, আগামী দিনে তা গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে।' রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, সংগঠনের অনিশ্চয়তা এবং পঞ্চায়েত স্তরে বাড়তে থাকা অসন্তোষের জেরেই এই ধরনের ঘটনা সামনে আসছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পশ্চিম বিষ্ণুপুরের এই জোড়া পদত্যাগ এখন শুধু একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা নয়, বরং জেলার পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। আগামী দিনে আরও সদস্য একই পথ অনুসরণ করেন কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

উল্টো রথযাত্রায় আলমগঞ্জে মন্ত্রী মৌমিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এদিন সকাল থেকেই উল্টো রথযাত্রায় বর্ধমানের আলমগঞ্জে বিভিন্ন নিয়ম মেনে প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মেতেছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। পবিত্র দিনে পবিত্র উল্টো রথযাত্রায় উপস্থিত থেকে শোভাযাত্রা বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং রথযাত্রার জন্য রাস্তা পরিচ্ছন্ন করে এই দিন পালন করেন মৌমিতা দেবী। তিনি জানান, 'ভক্তি, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য অনুভূতির সাক্ষী হলাম। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।'

এবার ৬৩০ বছরে পড়ল হুগলি, শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা। উল্টো রথে ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেব মাসির বাড়ি থেকে ফিরছেন।

ছবি: বনস্পতি দে

খুঁটি পুজো করলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এদিন জোড়া মন্দির পূজা কমিটির পবিত্র খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে পুজোর সূচনা করলেন বিধ্যায়িকা তথা মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। এই বিষয়ে মৌমিতা দেবী বলেন, নিয়ম মেনে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়েই শুরু হলো আসন্ন শারদোৎসবের শুভ সূচনা ও আনন্দের অপেক্ষা। আনন্দময়ী মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।

SBI

এসবিআই এইচএলসি বিধাননগর (১৫৩৪২)

জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ই-মেইল: sbi.15342@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসার এর বিবরণ:- নাম: অর্পিতা সাহা, মোবাইল: ৮৬৯৭৭৯৭৭৮৬, ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি ৯(১)-এর সাথে পঠিত বিধি ৮(৬)-এর শর্তাধীন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি, যার প্রকৃত দখল (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ১২.০৮.২০২৬ (বুধবার), সময়: সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত ৩০০ মিনিট এবং প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমাদানের মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া অর্থের পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী প্রশান্ত চৌধুরী** **"সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্ট"** ফ্ল্যাট নং-১এ, ১ম ফ্লোর, হোল্ডিং নং আরজিএম ২৫/৫২-তে অবস্থিত, রঘুনাথপুর, সরকার বাগান (উত্তর), যাত্রিক ক্লাবের কাছে, ওয়ার্ড নং- ২৫(পুরোনো), ১৭ (নতুন), পোঃ + থানা- বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যা ফ্ল্যাট নং **১এ**, উত্তর-পশ্চিম দিকের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত, যার পরিমাপ কমবেশি **৬৭৫ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, যাতে রয়েছে ০২ (দুটি) বেডরুম, ০১ (একটি) ডাইনিং রুম, ০১ (একটি) রান্নাঘর, ০১ (একটি) বাথরুম এবং প্রিভি এবং ০১ (একটি) ব্যালকনি, **"সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্ট"** নামে পরিচিত বহুতল (জি+৩) ভবনের অন্তর্গত, যা রঘুনাথপুর মৌজার অধীনে অবস্থিত, জে.এল. নং: ৮, রে. সা. নং: ১৩৪, তৌজি নং: ৩০২৭, পরগণা - কলকাতা, আর.এস. খতিয়ান নং: ৪৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৪৯ এবং ১৩৪৯-এ, আর.এস. দাগ নং: ১৭১-এর সাথে সম্পর্কিত, রাজারহাট - গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং: আরজিএম-২৫/৫২, রঘুনাথপুর সরকারবাগান (উত্তর)-এর অধীনে, ওয়ার্ড নং: ২৫ (পুরোনো)/ ১৭ (নতুন), থানা- বাগুইআটির অধীনে, কলকাতা-৭০০০৫৯, এ.ডি.এস.আর.ও. বিধাননগরে বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ৪, পৃষ্ঠা - ১৬৫৮ থেকে ১৬৯৩, ২০১৩ সালের দলিল নং ২৩৩৭ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **এই ভবনের সীমানা: উত্তরে** - ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে - শংকর মণ্ডল এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পূর্বে - শংকর মণ্ডলের বাড়ি, **পশ্চিমে** - সন্ধ্যা রানী ঘোষের বাড়ি। **সম্পত্তিটি শ্রী প্রশান্ত চৌধুরীর নামে রয়েছে।**	**১৫,৯১,৩০১.০০ টাকা** (পনেরো লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত এক টাকা মাত্র) **২০.০৪.২০২৩** তারিখ অনুযায়ী এবং **২১.০৪.২০২৩** তারিখ থেকে এর উপর অতিরিক্ত সুদ, সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	**১৮,৩২,৪০০/- টাকা** **১,৮৩,২৪০/- টাকা** **১০,০০০/- টাকা** **দখলের ধরন: বাস্তবিক** **পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬ শুক্রবার সময়: দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত**

- বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ প্রদত্ত লিঙ্ক এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কে:- https://BAANKNET.com -এ যান।
- আগ্রহী দরদাতা(গণ)-কে নিলামের তারিখের অনেক আগেই তার/তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে পরিচালিত তার/তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার/তাদের ইএমডি-এর অর্থ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:- support.baanknet@psballiance.com
- নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলি পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৬
স্থান: বিধাননগর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি বিধাননগর

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃ - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল : sbi.16822@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাঁকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তা বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এবং সেই কারণে তাঁকে এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা ও শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতার নাম	টাইটেল ডিড জমার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল** পিতা- শ্রী শান্তি স্বরূপ জয়সওয়াল **ঠিকানা ১)** ডায়মন্ড সিটি নর্থ, ফ্ল্যাট নং-৪এ, ৪র্থ তলা, বিল্ডিং নং ৯, ৬৮, যশোর রোড, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৫৫ **ঠিকানা ২)** ১৩, সি. আর. অ্যাভিনিউ, ২য় তলা, এম.জি রোড সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ক্রসিং, কলকাতা-৭০০০৭৩ **শ্রীমতি শ্বেতা জয়সওয়াল** স্বামী- শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল ডায়মন্ড সিটি নর্থ, ফ্ল্যাট নং-৪এ, ৪র্থ তলা, বিল্ডিং নং ৯, ৬৮, যশোর রোড, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৫৫ **হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৭২৬৯১২৬৩৮৮, সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৭২৬৯৬১৭০৪৮** **শাখা: এসবিআই দক্ষিণ পাড়া (১২৩৭৮)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৭ বছরের পুরোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যা ফ্ল্যাট নং **৪এ**, ৪র্থ তলায় অবস্থিত, মার্বেল ফ্লোরিং, **১২১৩ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ, বিল্ডিং নং ৯ (টাইপ বি বিল্ডিং) এবং একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস যার পরিমাপ **৭০ বর্গফুট**, সি-৯ চিহ্নিত করে ব্লক নং ৯ সংলগ্ন, **"ডায়মন্ড সিটি নর্থ"** নামে পরিচিত কমপ্লেক্সে নির্মিত ও গঠিত, এর সাথে উক্ত ফ্ল্যাটের জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ বা অধিকার, এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার, সুবিধা, সাধারণ অংশগুলি সহ। উক্ত ফ্ল্যাটটি প্রায় **৮১০ কাঠা, ৬ ছটাক, ৩৭ বর্গফুট** পরিমাপের মোট জমির উপর অবস্থিত, যা কমবেশি শ্যামনগর মৌজায় এবং পূর্বে কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ৩২/২০, ১৭, আর.এস. নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, যা পুরোনো খতিয়ান নং ৫/৬/৭/১১, নতুন খতিয়ান নং ৬১১, ৭৩, ১৭৭, ১০৩, ১৬৯, ৬২, ১৪১, ৭৪, ৪৫০, ১০৫, ২০৯, ৬৭, ৭০, ৫০৫, ৫০, ৮, ৮০, ৪, ৬৫৯, ১৪০, ১৫৫, ৬৯, ৭৫, ১২৬, ১৪, ১১৫, ১৬৭, ১৬৯, ৭৬, ৬১১ এর সাথে সম্পর্কিত, দাগ নং ৪১, ৪২, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৩২৭৫, ২৩২২, ২৩২৩, ২৩২৪, ২৩২৫, ৭৮৯, ৩২৬৭, ৩২৬৮, ৩২৬৯, ৩২৭০, ৩২৭১, ৩২৭২, ৩২৭৪, ৭২, ২২৯৯, ৭৩, ২৩০০, ৭৪, ২০৭৯, ২৩২৬, ২৩২৯, ২৩৩০, ৮১, ৮৩, ২৩০৯, ৮৮, ২৩২৮, ২৩২১, ২০৭৮, ২৩২৭, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৮৭, ৭৮৮, ৩২৭৯, ৩২৮০, ৩২৮১, ৩২৮৩, ৭৭৩, ৪৩, ২৩২০, ৩২২০, ৪৩, ৩১, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৩২৭৫-এর অধীনে, ১ নম্বর ক্যাল. যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫ (পূর্বে ৬৮, যশোর রোড, এবং ৩৯, ৩৯এ এবং ৩৯বি শ্যাম নগর রোড, দমদম) -এ অবস্থিত, থানা দমদম, ওয়ার্ড নং ২৭-এর অধীনে, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম-এর অধীনে, জেলা ২৪ পরগণা (উত্তর)। স্বত্ব দলিল বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৯০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৩৩১০ থেকে ৪৩৩৫৫৪, **দলিল নং ১৯০৪১১২১৪, বছর ২০১৭** -এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল, পিতা- শ্রী শান্তি স্বরূপ জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি শ্বেতা জয়সওয়াল, স্বামী- শ্রী রঞ্জন জয়সওয়াল-এর নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে:** রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, **দক্ষিণে:** শ্যাম নগর রোড, **পূর্বে:** মল্লিক পাড়া লেন, হোল্ডিং নং ২২, ৩৫০, ২৮, ৪, ১০ এবং ২৭/১, **পশ্চিমে:** যশোর রোড।	**১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশের তারিখ** ০১.০৭.২০২৬ **এনপিএ -এর তারিখ** ২৯.০৬.২০২৬	**হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৭২৬৯১২৬৩৮৮, সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৩৭২৬৯৬১৭০৪৮** **৬৪,১৪,৯৬৬.০০/- টাকা** **৩০.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী (চৌষট্টি লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত ছেষট্টি টাকা মাত্র)। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

বিকল্প নোটিশ জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা-কে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সিকিওরড সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৬
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [বিধি ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর বিধি ৮(৬) ও ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর / অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গী শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গী শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **২৪,৫০,২৮৮.৫০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত অষ্টআশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) যা ৩১.০৮.২০২১ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় **মেসার্স পঙ্কজ শীল (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শ্রী পঙ্কজ শীল,** গ্রাম + পোঃ - সাতগাছিয়া, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২২-এর থেকে আদায়ের লক্ষ্যে **০৭.০৮.২০২৬** তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিওরড ক্রেডিটরের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) মেসার্স পঙ্কজ শীল (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শ্রী পঙ্কজ শীল** গ্রাম + পোঃ - সাতগাছিয়া, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২২। **শ্রী পঙ্কজ শীল (ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৪র্থ ফ্লোর, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরপল্লী কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পোঃ + থানা - দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪। **শ্রীমতী কল্পনা শীল (ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৪র্থ ফ্লোর, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরপল্লী কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পোঃ + থানা - দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪। **শ্রীমতী মৌমিতা শীল (জামিনদার)** ফ্ল্যাট নং ই/৩, ৪র্থ ফ্লোর, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, অমরপল্লী কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পোঃ + থানা - দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪। **খ) চৌরঙ্গী শাখা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং ই-৩ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত, বিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৯৭/৫, অমরপল্লী কলোনি, ৬৮/১১৪, যশোর রোড, পোঃ + থানা - দমদম, ওয়ার্ড নং ২২, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪, ই.পি নং ১১৪, এস.পি. নং ৩৭ এবং এস.পি. নং ৩৭-এ সি.এস. দাগ নং ১৯১(পি), মৌজা - সাতগাছি, জে.এল. নং ২০, থানা দমদম, ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। **জমির দাগটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - ড্রেন, দক্ষিণে - কলোনি রোড, পূর্বে - ই.পি. নং ১১৪, পশ্চিমে - ই.পি. নং ১৫। **ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - ফ্ল্যাট নং ই-৪, দক্ষিণে - খোলা জায়গা, পূর্বে - ফ্ল্যাট নং ই-২, পশ্চিমে - খোলা জায়গা।	**২৪,৫০,২৮৮.৫০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত অষ্টআশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) যা **৩১.০৮.২০২১** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	**ক) ১৭,৩৮,০০০.০০ টাকা (*)** (সতেরো লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৭৩,৮০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশত টাকা মাত্র) যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে বা সেই দিনে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) আইডিআইবি০৫০৪৪৩৯২৪২১১** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ: ৭৭০৩০০৮২২৪

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৫.০৭.২০২৬ থেকে ০৬.০৮.২০২৬; সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ - ০৭.০৮.২০২৬, সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নং** 8291220220, ই-মেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং** 82912 20220 এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের ওয়েবসাইটে (https://baanknet.com) সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় উপরে উল্লেখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টর(গণ) / মর্টগেজর(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [বিধি ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর বিধি ৮(৬) ও ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর / অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৭৬,২৬,৮৮৬.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) যা ০৭.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় আদায়ের লক্ষ্যে **শ্রীমতী নীতা জয়সওয়াল, স্বামী- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল, কুমারী আস্থা জয়সওয়াল, পিতা- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল এবং শ্রী প্রথম জয়সওয়াল, পিতা- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল** -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য **০৭.০৮.২০২৬** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। **সকলের ঠিকানা**- ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পোঃ - বিডন স্ট্রিট, থানা - আর্মরেস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬। **আরও ঠিকানা:** ৩সি নং ফ্ল্যাট, ৩য় ফ্লোর, ব্লক "অরকিড", "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট", চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০১৩৬।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিওরড ক্রেডিটরের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রীমতী নীতা জয়সওয়াল,** স্বামী- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পোঃ - বিডন স্ট্রিট, থানা - আর্মরেস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬। **আরও ঠিকানা:** ৩সি নং ফ্ল্যাট, ৩য় ফ্লোর, ব্লক "অরকিড", "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট", চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০১৩৬। **কুমারী আস্থা জয়সওয়াল,** পিতা- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পোঃ - বিডন স্ট্রিট, থানা - আর্মরেস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬। **আরও ঠিকানা:** ৩সি নং ফ্ল্যাট, ৩য় ফ্লোর, ব্লক "অরকিড", "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট", চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০১৩৬। **কুমারী মুসকান জয়সওয়াল,** পিতা- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পোঃ - বিডন স্ট্রিট, থানা - আর্মরেস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬। **আরও ঠিকানা:** ৩সি নং ফ্ল্যাট, ৩য় ফ্লোর, ব্লক "অরকিড", "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট", চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০১৩৬। **শ্রী প্রথম জয়সওয়াল,** পিতা- মৃত রঞ্জিত জয়সওয়াল ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি, পোঃ - বিডন স্ট্রিট, থানা - আর্মরেস্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬। **আরও ঠিকানা:** ৩সি নং ফ্ল্যাট, ৩য় ফ্লোর, ব্লক "অরকিড", "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট", চিনার পার্ক রোড, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০১৩৬। **খ) বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ শাখা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩সি নম্বরের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (মার্বেল ফ্লোরিং), যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১৫৬০ বর্গফুট, যা "গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট"-এর ব্লক "অরকিড"-এর তৃতীয় ফ্লোরর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং চিনার পার্ক রোডে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০১৩৬, জে.এল. নং ১০, আর.এস নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, আর.এস/এল.আর দাগ নং ২১৪ এবং ২১৫ এর অন্তর্গত খতিয়ান নং ২২৫১, ২২৫৩, ২২৫৮, ২২৫৯, ২২৬২, ২২৭৯, ২২৬১, ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৮১, ২২৯০, ২২৭১, ২২৬৭, ২২৫৫, ২২৫৬, ২২৬৬, ২২৭৪, ২২৭৫, ২২৬৯, ২২৭০, ২২৮৫, ২২৮৬, ২২৮৭, ২২৮৯, ২২৮০, ২২৭২, ২২৮৮, ২২৬৮, ২২৭৩, ২২৮৪ এবং ২২৮৩ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা - রাজারহাট, এডিএসআর - রাজারহাটের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে নির্মিত নতুন ভবনের একফ্লোরয় একটি মাঝারি আকারের সিমেন্ট ফ্লোর কার পার্কিং স্পেস, জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ ০১.১২.২০১৭ তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং আই-১৯০৪১১৯৬০/২০১৭ এর মাধ্যমে, **রঞ্জিত জয়সওয়াল এবং শ্রীমতী নীতা জয়সওয়ালের নামে। ভবনের সীমানা: উত্তরে:** ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা নিউ টাউনশিপ রোড (চিনার পার্ক)-এর সাথে সংযুক্ত দ্বারা, **দক্ষিণে:** আর.এস দাগ নং ২১৩ দ্বারা, **পূর্বে:** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে:** আর.এস দাগ নং ১৩৪/৮৮৪ দ্বারা।	**৭৬,২৬,৮৮৬.০০ টাকা** (ছিয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) যা **০৭.০৫.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	**ক) ৬৬,৫৩,০০০.০০ টাকা (*)** (ছেষট্টি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৬,৬৫,৩০০.০০ টাকা** (ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত টাকা মাত্র) যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে বা সেই দিনে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) আইডিআইবি৫০৪১১৭** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ: ৭৭০৩০০৮২২৪

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৫.০৭.২০২৬ থেকে ০৬.০৮.২০২৬; সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ - ০৭.০৮.২০২৬, সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নং** 8291220220, ই-মেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং** 82912 20220 এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের ওয়েবসাইটে (https://baanknet.com) সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় উপরে উল্লেখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টর(গণ) / মর্টগেজর(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০.০৭.২০২৬ / স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

হিমাচলে গাড়িতে বিশাল পাথর চাপা পড়ে মৃত ১৩

সিমলা, ২৪ জুলাই: পাহাড় থেকে ধস নেমে এল গাড়ির ওপরে। বিশাল আকারের পাথরের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ১৩ জনের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলায়।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, কিল্লার-উদয়পুর রোডে কাদু নালার কাছে পাঙ্গী উপত্যকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। ভরমৌর-পাঙ্গীর বিধায়ক জনক রাজ এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছেন। ১৩ জনের মৃত্যুর খবরও তিনি নিশ্চিত করেছেন। জানা গিয়েছে, গাড়িতে ১৫ জন ছিলেন। গাড়িটি লাহুল-স্পিতির উদয়পুর থেকে পাঙ্গীতে যাচ্ছিল। সেই সময়েই ধসের কবলে পড়ে বাহনটি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ধসের কারণে কয়েক দিন বন্ধ ছিল কিল্লার-উদয়পুর রাস্তা। শুক্রবার সকালে আবার যান চলাচল শুরু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির দুই আরোহীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ১৩ জনের মধ্যে ছ'মাসের একটি শিশুও রয়েছে। উল্লেখ্য, হিমাচলে বেশ কিছু দিন ধরেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় ধসও নামছে। এই পরিস্থিতিতে ধসপ্রবণ এলাকাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটি বর্ষার মরসুমে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কিল্লার-উদয়পুর রাস্তায় বহু জায়গা ধসপ্রবণ। বিশেষ করে বর্ষার মরসুমে এই রাস্তা অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাই বর্ষার মরসুম শুরু হতেই এই রাস্তায় সাবধানে এবং সতর্ক ভাবে চলাফেরা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পাথর আলগা হয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে রাস্তার ওপর। সেই সময়ে ওই রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছিল। ধসের কবলে পড়ে সেই গাড়ি। বড় পাথরের নীচে চাপা পড়ে তালগোল পাকিয়ে যায় গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। পাথর সরিয়ে গাড়ি কেটে দেহগুলি বার করা হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

২৬ দিনের অনশন ভাঙার কথা জানালেন সোনম

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও ড. জিতেন্দ্র সিং এবং লেহ-লাদাখের অ্যাপেক্স বডির শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে ২৬ দিনের অনশন ভাঙলেন লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। বৃহস্পতিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' পোস্ট করে নিজেই এ কথা জানিয়েছেন তিনি।

ওয়াংচুক জানান, 'এইমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও ড. জিতেন্দ্র সিং এবং লেহ-লাদাখের অ্যাপেক্স বডির শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে ২৬ দিন পর আমি অনশন ভাঙলাম।' তিনি আরও জানান, এর আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৬৫ জন সাংসদ তাঁকে অনশন ভাঙার আবেদন জানিয়েছিলেন। দেশে সম্ভাব্য হিংসার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন শর্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি অনশন ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে কী কী শর্তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা শীঘ্রই একটি পৃথক ভিডিওতে বিস্তারিত জানাবেন বলে জানিয়েছেন ওয়াংচুক।

অনশন ভাঙার পরই দেশবাসীর উদ্দেশে হিংসা থেকে দূরে থাকার আবেদন জানান তিনি। ওয়াংচুক বলেন, 'এর মধ্যে আমি আপনাদের সকলকে সর্বত্র কোনও ধরনের হিংসা হতে না-দেওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকার আবেদন জানাচ্ছি।' উল্লেখ্য, লাদাখের বিভিন্ন দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনশন করছিলেন সোনম ওয়াংচুক। ২১ জুলাই তাঁকে গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ২৬ দিনের মাথায় তাঁর অনশন শেষ হল।

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-সহ ৬০টি দেশের ওপর নয়া শুল্ক আরোপ

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই: ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-সহ ৬০টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফেডেরাল রেজিস্টার নোটিসের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার এই শুল্কের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার থেকেই তা কার্যকর হবে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, আমেরিকায় পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে কোনও দেশকে ১০ শতাংশ, কোনও দেশকে ১২.৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। ভারত রয়েছে প্রথম তালিকায়। ইজরায়েলের ওপর আরও বেশি শুল্ক চাপানো হয়েছে। চিনের সমান শুল্ক ট্রাম্প নেবেন 'বন্ধু' বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশের কাছ থেকে।

কী কারণে নতুন করে চাপানো হচ্ছে করের বোঝা? আমেরিকা একে বলছে 'বলপূর্বক শ্রম' শুল্ক। অর্থাৎ, বলপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের উপর শুল্ক নেবেন ট্রাম্প। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেছেন, 'জোর করে আদায় করা শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য আমেরিকায় আমদানি করা হয় না। প্রায় এক শতাধী ধরে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং কঠোর ভাবে তা কার্যকর করা হচ্ছে।' যে সমস্ত দেশের সঙ্গে আমেরিকা বাণিজ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত নিয়ম বাস্তবায়নে শিথিলতার অভিযোগ তুলেছে ওয়াশিংটন। গ্রিয়ারের দাবি, 'আমাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের এই পদক্ষেপ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আমাদের আজকের এই পদক্ষেপ এমন একটি পরিস্থিতিকে সংশোধন করবে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এবং বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটায়। বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকদের কল্যাণে আমরা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

১০ শতাংশ শুল্ক যে সমস্ত দেশের ওপর চাপানো হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম ভারত। এ ছাড়াও সেই তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডন, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইৎজারল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির ওপর আগে থেকেই 'সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র' শুল্ক কার্যকর রয়েছে। তার সঙ্গে নতুন কর যুক্ত হয়ে শুল্কের হার দাঁড়াবে ১০ বা ১২.৫ শতাংশে। এ ছাড়া আরও ৩৮টি দেশ রয়েছে ১২.৫ শতাংশ শুল্কের তালিকায়। তার মধ্যে অন্যতম চিন, ইজরায়েল, অস্ট্রেলিয়া।

কড়া নিরাপত্তায় পুরীতে বাহুড়া যাত্রা শুরু

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুলাই: পবিত্র নগরী পুরীতে শুক্রবার আয়োজিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বাহুড়া যাত্রা (জগন্নাথদেবের ফিরতি রথযাত্রা)। ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা গুণ্ডিচা মন্দির থেকে পুনরায় শ্রীমন্দিরের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। এই উপলক্ষে পুরী শহরে ব্যাপক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়েছে। পহণ্ডি বিহে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যাত্রার সূচনা হচ্ছে।

সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্ত এই পবিত্র যাত্রার সাক্ষী হতে পুরীতে সমবেত হতে শুরু করেছেন। গ্র্যান্ড রোড বা বড়দাণ্ডায় উপচে পড়া ভিড়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে ওড়িশা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্তরা মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য একত্রিত হচ্ছেন। রথযাত্রার সমাপ্তি পর্ব হিসেবে আয়োজিত এই বাহুড়া যাত্রায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছে। রথগুলির সুশৃঙ্খল প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে প্রশাসন নিরাপত্তা, ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়োজন করেছে।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে, বিশেষ করে বড়দাণ্ডা মার্গে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যে পথ ধরে তিনটি রথ শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে প্রশাসন পুরী ও তার আশেপাশের এলাকায় মোট ৩১টি পার্কিং জোন তৈরি করেছে। এই পার্কিং স্থানগুলিতে প্রায় ৭,৩৩০টি চার চাকা গাড়ি এবং ১৮,০০০-এরও বেশি দু' চাকার যানবাহন পার্ক করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত ট্রাফিক ডাইভারশন ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে পুণ্যার্থীদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না-হয়।

ময়দান

ডার্বির সমর্থকদের জন্য সুখবর, টিকিটে চালু নো রিডিম পলিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বি মানেই শুধু একটি ফুটবল ম্যাচ নয়, দুই প্রধানের আবেগ, ইতিহাস এবং লক্ষ লক্ষ সমর্থকের উৎসব। সেই মরশুমের প্রথম ডার্বির আগেই ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এল বড় সুখবর। বহুদিনের দাবি মেনে এবার ডুরান্ড কাপে চালু হল কার্যত পেপারলেস টিকিট ব্যবস্থা। ফলে অনলাইনে টিকিট কেটে আর আলাদা করে সেটি রিডিম করতে হবে না। মোবাইলে থাকা এম-টিকিট দেখিয়েই সরাসরি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকরা।

শনিবার বিকেল ৫টায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মহারণ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ডুরান্ড কাপ। এই ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু টিকিট সংগ্রহের পুরনো নিয়ম নিয়ে অনেকের মধ্যেই অসন্তোষ ছিল। অনলাইনে টিকিট কাটার পরও নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে হার্ড কপি সংগ্রহ করতে হত। সেই কারণে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার পাশাপাশি অনেক সমর্থককে বাড়তি ভোগান্তির মুখেও পড়তে হত।

এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যের ক্রীড়া বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হন। তাঁর হস্তক্ষেপের পর ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ টিকিট ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। শুক্রবার সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়, এখন থেকে অনলাইনে কেনা টিকিটের ক্ষেত্রেও আর রিডিম করার প্রয়োজন নেই। মোবাইলে থাকা এম-টিকিটই স্টেডিয়ামে প্রবেশের জন্য বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

প্রথমে এই সুবিধা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। ক্রীড়ামন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এবারের ডুরান্ড কাপে প্রথমবারের মতো পেপারলেস টিকিট ব্যবস্থা চালু হবে। সেই ঘোষণায় অনেকেই আশা করেছিলেন যে অনলাইনে টিকিট কিনলেই সরাসরি মাঠে প্রবেশ করা যাবে। কিন্তু পরে দেখা যায়, আগের নিয়মই কার্যকর রয়েছে এবং অনলাইনে টিকিট কাটার পরও হার্ড কপি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভও তৈরি হয়।

অবশেষে সেই অবস্থার পরিবর্তন হল। শুক্রবার ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, বৃহস্পতিবার থেকে যারা অনলাইনে ডার্বির টিকিট কিনেছেন, তাঁদের আর আলাদা করে টিকিট রিডিম করতে হবে না। এম-টিকিট দেখিয়েই স্টেডিয়ামে প্রবেশ করা যাবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার সমর্থকের সময় ও ভোগান্তি;দুটোই অনেকটাই কমবে।

অনেক বছর ধরেই কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা এই পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে যখন দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বড় বড় ইভেন্টে ডিজিটাল টিকিটের মাধ্যমেই প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে, তখন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ডার্বিতে এখনও হার্ড কপি সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা অনেকের কাছেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছিল। অবশেষে সেই পুরনো ব্যবস্থার অবসান ঘটল।

বাগানকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মন জিততে চান হাবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার যুবভারতীতে মহারণ। ডুরান্ড কাপ ডার্বি দিয়ে শুরু হচ্ছে মরশুম। মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। যদিও দুটি দলই এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। দুই কোচের মুখেই শোনা গেল প্রথম ম্যাচ ডার্বি নিয়ে আফসোসের কথা।

প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে মোহনবাগান হেড কোচ পানাগিওটিস ডিলমপেরিস বলছেন, ক্ষুধন্যবাদ মোহনবাগান সমর্থকদের আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বি দিয়ে শুরু করাটা খুবই উত্তেজক। মোহনবাগানের মতো ঐতিহাসিক ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, উচ্চ পর্যায়ের প্রত্যাশা থাকা এগুলো উদ্বেগের নয় বরং অনুপ্রেরণার। কলকাতা আসার পর থেকে এই ম্যাচের জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। আমি আত্মবিশ্বাসী, আমি ইতিবাচক। আমাদের দল যে কাউকে হারাতে পারে।

অমরনাথ-সহ সব তীর্থযাত্রা শনিতে বন্ধ

জম্মু, ২৪ জুলাই: খারাপ আবহাওয়া ও লাগাতার বৃষ্টির জেরে অমরনাথ যাত্রা, মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা, শিব খোড়ি যাত্রা এবং মচ্ছেল মাতা যাত্রা শনিবারও শুরু করা সম্ভব নয়। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন ১৯ জুলাই (শনিবার) সন্ধ্যা থেকেই এই তীর্থযাত্রাগুলি স্থগিত রেখেছে। ভারী বৃষ্টি, ধস এবং পাহাড় থেকে পাথর পড়ার কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) শুক্রবার টানা তৃতীয় দিনও বন্ধ রয়েছে।

মেসার্স ট্রায়োআই ইন্ডিয়া এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে পরিবর্তন এর নোটিশ

কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা সমীপে

২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৩) এবং ২০০৯ লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অধীনে বিষয় এবং মেসার্স ট্রায়োআই ইন্ডিয়া এলএলপি (এলএলপিআইএন) : এএসি-৭৯৩৮) রেজিস্টার্ড অফিস : ১৯ ডা. প্রয়াত ব্যানার্জি সরণি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এলএলপির রেজিস্টার্ড অফিস -পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, কলকাতা থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লি ক্ষেত্রে স্থানান্তরের জন্য রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, কলকাতার নিকট এক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াধীন। কোনও ব্যক্তির এলএলপি'র রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের বিষয়ে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বয়ং, বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা (আরওসি কলকাতা) এর কর্পোরেট ভবন, ৫মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ প্রকাশের একুশ (২১) দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মেসার্স ট্রায়োআই ইন্ডিয়া এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
জাপজিৎ সিং
তারিখ : ২৫ জুলাই ২০২৬ ডেজিগনেটেড পার্টনার
স্থান : কলকাতা ডিন : ০২৮৭১২১৫

BHATPARA MUNICIPALITY

e-NIT No.-MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/263. Date-24/07/26 (2nd call)

e-NIT is invited by the Administrator & Executive officer, Bhatpara Municipality for 98nos. different works in different wards under APAS Schemes in Bhatpara Municipality. Last Date of Submission of Tender is on 03/08/2026 at 16-00PM. Details may be seen in **wbtenders.gov.in**

S/d
Administrator & Executive Officer, Bhatpara Municipality

Notice Inviting e-Quotation

NIQ No: 788/NBM/PWD; Dated: 24.07.2026; vide Tender Id 2026_MAD_5017367_1 to 2026_MAD_5017367_4.
Last date of submission of e-quotation: **03/08/2026 at 18:45 Hrs.** E-Quotations are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

Notice Inviting e-Tender

NIT No: 789/NBM/P.Safety; Dated: 24.07.2026; vide Tender Id: 2026_MAD_5017359_1.
Last date of submission of e-tender: **03/08/2026 at 18:45 Hrs.** E-Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/40/26-27 Dated 24.07.2026	Supply and Delivery of 30W L.E.D Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality.	788 pcs

Bid Submission end date: **01.08.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'এভারগ্রিন ব্লক কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড' রেজিস্টার্ড অফিস ডিএন - ৩৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, পো : সেচ ভবন, থানা ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক শ্রী পুনীত নেভাটিয়ার কাছ থেকে নিচে বর্ণিত সম্পত্তিটি ক্রয় করেছে। শ্রী পুনীত নেভাটিয়াকে তাঁর যথাযথভাবে নিযুক্ত অ্যাটর্নি শ্রী বিনোদ কুমার নেভাটিয়া (যিনি বিনোদ নেভাটিয়া নামেও পরিচিত) প্রতিনিধিত্ব করেছেন; তিনি ১২ জুলাই, ২০১৩ তারিখে সম্পাদিত এবং 'অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস-III, কলকাতা'-র কার্যালয়ে (বুক নং IV, দলিল নং ৫০৫২ - ২০১৩ সালের, নিবন্ধিত একটি 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি'-র বলে এই কার্য সম্পাদন করেছেন। সম্পত্তিটি ক্রয়ের বিষয়টি ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কলকাতায় সম্পাদিত এবং 'অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস-II, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ'-র কার্যালয়ে নিবন্ধিত একটি 'ডিড অফ কনভেয়েন্স'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে; নথিভুক্ত বুক নং I, ভলিউম নং ১৯০২-২০২৬, পৃষ্ঠা ২৭৬৯৬৭ থেকে ২৭৭০০৩-এ দলিল নং ১৯০২০৫৭২৩ - ২০২৬ সালের।

ক্রেতা তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বৈধ দখলে রয়েছেন এবং উপযুক্ত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সম্পত্তি নিজের নামে মিউটেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, কর্পোরেট সংস্থা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের যদি কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, লিয়েন, চার্জ, বন্ধক, ইজারা, ভাড়াটিয়া-স্বত্ব, ব্যবহার-স্বত্ব, উত্তরাধিকার, ট্রাস্ট, ক্রোক, দায় বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাদের এতদ্দ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তারা যেন নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে তা অবহিত করেন এবং দাবির সমর্থনে যথাযথ ও প্রমাণিত নথিপত্র দাখিল করেন। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে আর কোনো যোগাযোগ বা আলোচনা ছাড়াই ক্রেতা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সম্পত্তি নিজের অনুকূলে নামজারি করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন।

সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শালি জমি পরিমাপ ৯.৬৫৪১ ডেসিমেল, ১.৫৩০০ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ৪৭৯, ৩.০১৮২ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ৪৮৩, ৪.২৮৬৯ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ৪৮৪ এবং ০.৮১৯০ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ৪৯৭ সমন্বিত সমুদয় এলআর খতিয়ান নং ১৯৪৩, মৌজা- গড়াগড়ি/জেনরাগড়ি, জেএল নং ৩৭, প্রকল্প প্লট নং বি-২৭ (পূর্বতন প্লট নং ৪৪), পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রাজারহাট, বিএল এবং এলআরও রাজারহাট অধিক্ষেত্রে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত অধিক্ষেত্র অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গ, সকল অধিকার স্বত্ব স্বার্থ এবং ব্যবহারের অধিকার সহ। সম্পত্তি খালি, কোনও নির্মাণ বা কাঠামো নেই এবং বর্তমানে কোনও রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

এভারগ্রিন ব্লক কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা ডিএন-৩৭, সেক্টর ৫, সল্ট লেক,
তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০২৬ কলকাতা - ৭০০০৯১

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -১, কলকাতা, ই-নিলাম মাধ্যমে এয়ারক্র্যাফট বিক্রির জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত **এয়ারক্র্যাফট বিক্রির জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তির (বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০৫, ভিটি-এমকেজে, এমএসএন-৫৮৪৮) ই-নিলাম মাধ্যমে** সংশ্লিষ্ট আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি বনাম মেসার্স পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (পূর্বতন অভিজিৎ প্রোজেক্টস লি) এবং অন্যান্য সম্পর্কিত, ওএ নং ১২৪/২০১৬, ১৬ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত।
নিম্নোক্ত ইএমডি দাখিল এবং ই-নিলাম সময়সীমা নিম্নোক্ত মতে সংশোধনী পড়তে হবে :

মূল প্রকাশিত মতে	পড়তে হবে (সংশোধনী)
১. **ইএমডি** সহ প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ : **২৩ জুলাই ২০২৬ (সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত)**।	১. ইএমডি সহ প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ: **১০ আগস্ট ২০২৬ (সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত)**।
২. ই-নিলামের তারিখ - **২৪ জুলাই ২০২৬** (দুপুর ১২ থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে আইএসটি অনুযায়ী)	২. ই-নিলামের তারিখ - **১২ আগস্ট ২০২৬** (দুপুর ১২ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে আইএসটি অনুযায়ী)

অন্যান্য সকল নিয়ম, শর্তাদি এবং স্পেসিফিকেশন মূল বিক্রয় নোটিশ অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে। সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট (www.idbi.com) এবং সি১ ইন্ডিয়া প্রা লি - ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট (www.bankeauctions.com) ২৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে সংযোজিত হয়েছে।
স্থান : কলকাতা **রিসিভার**
তারিখ : ২৪ জুলাই ২০২৬ **ডিআরটি-১, কলকাতা**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of Boundary Wall for Proposed OHR at Gopalmath (Gamon Colony), Ward No.-34 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-211/25-26 (3RD call)
Tender ID : 2026_MAD_5017362_1 • Est. Amt: Rs. 19,20,843.00
Last Date : **08.08.2026 upto 5.00 PM**

2) Name of the Work : Alternative source for drinking water by installation of submersible pump through Rig Boring system at Parulia Free Primary School; Parulia, Ward No.-01 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-12/26-27 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5017356_1 • Est. Amt: Rs. 9,70,671.00
Last Date : **01.08.2026 upto 5.00 PM**

3) Name of the Work : Preparation of DPR with estimate for rectification measures as suggested in road safety audit report including identification of black spot with DMC area
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/EOI-49/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017355_1 • Est. Amt: Rs. Quoted rate lumsum
Last Date : **01-Aug-2026 05:00 PM**

4) Name of the Work : Electrical Wiring and installation LED fittings for maintaining of surrounding area at the Ambuja Water Tank, Sail-Co-operative water tank, Non-Company Water Tank and Water Tank near Bani Bihar School, MAMC under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-193/25-26 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5017348_1 • Est. Amt: Rs. 1,61,472.00
Last Date : **01-Aug-2026 05:00 PM**

5) Name of the Work : Construction of new drain at Sukantapally (W), Dhandabad, Ward-16 under D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-09/26-27 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5017386_1 • Est. Amt: Rs. 56,104.00
Last Date : **01-Aug-2026 05:00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিশ নং.: পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/২৯ **তারিখ: ২৩.০৭.২০২৬**

"ই"-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার্স অফিস (ষষ্ঠ তল), নতুন প্রশাসনিক ভবন, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সকল টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বন্ধের তারিখ	বিস্তৃত বিবরণ	পরিমাণ	বায়না অর্থ (টাকায়)
১	৩৮২৬৩৩৫০	১৭.০৮.২৬	CASNUB-২২ এইচএস বগির জন্য কন্টস্ট্যান্ট কন্টাক্ট পলি ইউরেথেন (পিইউ) সাইড বেয়ারারের টপ হাউজিং (ডিজাইন-এ)	৫১৫০টি	২,৭৪,২০০/-
২	৩৮২৬৩৩৬৩	১৭.০৮.২৬	বিএমবিএস ডিজাইনের এসকর্টস গাড়ির জন্য হ্যান্ড ব্রেক কেব্‌ল ছাড়া ডবল অ্যাক্টিং অটোমেটিক স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার সহ ১১ ইঞ্চি ব্রেক সিলিন্ডার	২৭২টি	১,৮৪,৩৬০/-
৩	৪৫২৬১৬৩২এ	১৭.০৮.২৬	৯০ এএইচ স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণের লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ইত্যাদির সরবরাহ	৪৩ সেট	১,১১,৬৮০/-
৪	৪৬২৬৫০০৫	২০.০৮.২৬	জাম্পার প্লাগ অ্যাসেম্বলি ৫০০ অ্যাম্পিয়ার ইত্যাদি	৪৫টি	১,২২,১৩০/-
৫	৬৫২৬৫০১৫	১৩.০৮.২৬	পিটবিহীন ইলেক্ট্রনিক্স ইন মোশন ওয়েব্রিজ (ইআইএমডব্লুবি)-এর নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, চালু করা এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা (প্রাক-দরপত্র সভা, ২৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায় পিসিএমএম/মিটিং রুম/এসইআর/জিআরসি/কেওএল৪৩-এ)	০৬ সেট	২,৫৫,৯৭০/-
৬	৩৩২৬৩২৮৮	৩১.০৮.২৬	ফিয়াট বগি ইত্যাদির জন্য সেকেন্ডারি ল্যাটারাল ডাম্পার	১৪০০টি	১,৮৩,৭৬০/-
৭	২৯২৬৩৭৫৬	৩০.০৭.২৬	বিয়ারিং ইত্যাদি ছাড়া সম্পূর্ণ অ্যাক্সেল বক্স	৭১৩টি	৬,৫৫,৩৭০/-
৮	২৯২৬৩০৫৯	১০.০৮.২৬	ট্রান্সফর্মার/কনভার্টারের জন্য সম্পূর্ণ কুলিং ইউনিট	৬৩টি	৩,৬৫,৮০০/-
৯	২৯২৬০০০৬	১২.০৮.২৬	ডব্লুএজি৯ লোকোস ইত্যাদির জন্য প্রাইমারি অ্যাক্সেল ডাম্পার	৪৬৪টি	১,৩৩,১৬০/-
১০	২৫২৬১৩০৭	০৩.০৯.২৬	লাইন কন্টাক্টরস (মোটর কন্টাক্টরস) ১৫০০ অ্যাম্পিয়ার	১৮৮টি	২,৩৭,৫০০/-
১১	২৯২৬৩১৯১	০৪.০৯.২৬	ক্যাব সক্রিয় করার কী সুইচ	৮৪১টি	২,৯৩,৭৫০/-
১২	৮১২৬৩০৫১	০২.০৯.২৬	ডিজেল নিষ্কাশন তরল	১৬৭১১২লি.	১,২০,৩২০/-
১৩	৪৬২৬৩১০৫	২০.০৮.২৬	নেট ১ ও ২ (কে০১, কে০২)-এর ঠিকাদার, রেটেড ভোল্টেজ ১০০০ভি এসি, রেটেড ভোল্টেজ ও ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেটেড কেভিএ-১০০ এবং ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি ৬এ ইত্যাদি	৫৯১টি	১,৪৯,৫২০/-

আগ্রহী দরদাতাগণ দরপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশন জানতে এবং অনলাইনে তাদের দরপত্র জমা দিতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাগণ পরবর্তীতে অন্যান্য সকল দরপত্র এবং যেকোনো সংশোধনীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত "**www.ireps.gov.in**" ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করতে পারেন। **(PR-520)**

আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান (ইওআই)
জমির প্লট বিন্যাস কার্যক্রম প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডেভেলপার নিয়োগের জন্য

রেফারেন্স নং BBCL/2026-27/EOI/01 **তারিখ ২৫/০৭/২০২৬**

১. ভূমিকা ও প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বারুইপুর ব্লুমফিল্ড সিটি লিমিটেড ("বিবিসিএল") যা মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি), কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত 'রেজোলিউশন প্ল্যান' অনুযায়ী একটি এসপিভি হিসেবে গঠিত; পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত 'বারুইপুর ব্লুমফিল্ড সিটি প্রকল্প' (একটি ভূমি বিন্যাস বা প্লটিং প্রকল্প)-এর কাজ সম্পন্ন করার জন্য স্বনামধন্য, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের কাছ থেকে সিলমোহরযুক্ত 'আগ্রহ প্রকাশ' (ইওআই) আহ্বান করছে।

২. প্রকল্পের পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা : প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২৪০ বিঘা জমির ওপর বিস্তৃত, যার মধ্যে প্রায় ১২০ বিঘা জমি ইতিমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার সম্ভাব্য প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ইতিমধ্যে বর্তমান ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি এবং বিক্রয় দলিল সম্পাদন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রমোটারের আর্থিক ও পরিচালনগত জটিলতার কারণে প্রকল্পটি একসময় থমকে গিয়েছিল; পরবর্তীতে এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের আদেশ (মামলা নং CP/887/KB/2020, CP/888/KB/2020 ও CP/889/KB/2020) অনুযায়ী 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬'-এর অধীনে 'কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস'-এর মাধ্যমে এটিকে পুনরায় সচল করা হয়। নির্বাচিত ডেভেলপারকে অনুমোদিত 'রেজোলিউশন প্ল্যান' এবং প্রযোজ্য সকল বিধিবদ্ধ অনুমোদনের কাঠামোর মধ্যে থেকে কঠোরভাবে কাজ করতে হবে।

৩. কাজের পরিধি : নির্বাচিত ডেভেলপার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য দায়ী থাকবেন :
ক) নিজস্ব আর্থিক সংস্থান ব্যবহার করে অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্পটিকে সুসংহত করা;
খ) রাস্তাঘাট, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ অবকাঠামো, পার্ক, জলাশয়, সীমানা প্রাচীর, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য সকল সাধারণ সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন;
গ) সকল বিধিবদ্ধ অনুমোদন, অনুমতি ও লাইসেন্স সংগ্রহ, নবায়ন বা হস্তান্তর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
ঘ) অনুমোদিত 'রেজোলিউশন প্ল্যান' বা সিদ্ধান্ত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ;
চ) পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল;
ছ) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধাসহ প্লট হস্তান্তর;
জ) বিদ্যমান প্লট ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষা; এবং
ঝ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প সম্পন্ন করা।

৪. যোগ্যতার মাপকাঠি : আগ্রহী ডেভেলপারদের অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে :
ক) রিয়েল এস্টেট উন্নয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা;
খ) সফলভাবে অন্তত তিনটি প্রকল্প সম্পন্ন করার অভিজ্ঞতা, যার প্রতিটির মূল্য ১৫ কোটি টাকার কম নয়;
গ) টাউনশিপ, প্লট-ভিত্তিক উন্নয়ন বা সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;
ঘ) পশ্চিমবঙ্গ-এ কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;
ঙ) ১৫ কোটি টাকার নিট সম্পদ থাকার সুপারিশ করা হচ্ছে;
চ) নিজস্ব তহবিল থেকে শুরুতে ন্যূনতম ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সক্ষমতা;
ছ) ধনাত্মক নিট সম্পদ
জ) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণখেলাপি না হওয়া;
ঝ) কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত না হওয়া;
ঞ) দেউলিয়া সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত না হওয়া; এবং
ট) জালিয়াতি বা গুরুতর আর্থিক অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত না হওয়া।

৫. ইওআই জমা দেওয়া : আগ্রহী পক্ষগুলিকে অবশ্যই একটি সিল-করা খামে তাদের ইওআই জমা দিতে হবে। স্পষ্টভাবে চিহ্নিত 'ডেভেলপার নিয়োগের জন্য আগ্রহপত্র, বারুইপুর ব্লুমফিল্ড সিটি প্রকল্প'। নথিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে :
- প্রোমোটার ও ডিরেক্টরদের বিবরণসহ কোম্পানির প্রোফাইল।
- নিবন্ধনের নথি, প্যান ও জিএসটি নথি, বিগত ৩ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব এবং আয়কর রিটার্ন।
- সম্পন্ন এবং চলমান প্রকল্পগুলোর বিবরণ।
- বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া হবে এবং প্রকল্পটি কীভাবে সম্পন্ন করা হবে, সে বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণাগত প্রস্তাব/পদ্ধতি এবং বিদ্যমান প্লট ক্রেতাদের কাছ থেকে কোনো অতিরিক্ত আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন হলে তার আনুমানিক হিসাব।
- সফল ডেভেলপারকে অনুমোদিত রেজোলিউশন প্ল্যান এবং সমস্ত বিধিবদ্ধ অনুমোদনের কাঠামোর মধ্যে কঠোরভাবে কাজ করতে হবে।

ইওআই সহ সীলমোহর করা খাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে : বারুইপুর ব্লুমফিল্ড সিটি লিমিটেড, ৪২২/১, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৭০০০৪৫
[উপরের ঠিকানায় সরাসরি আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, শুধুমাত্র নথিগুলি স্পিড পোস্ট/কুরিয়ারের মাধ্যমে উপরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।]

৬. সাইট পরিদর্শন ও উপস্থাপনা
আগ্রহী আবেদনকারীরা বিবিসিএল-এর সাথে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের বোর্ড বা এই উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো কমিটির সামনে একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে।
বিবিসিএল স্পষ্টীকরণ, অতিরিক্ত নথি এবং সংশোধিত প্রস্তাব চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭. গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ
ইওআই আবেদনের শুরুর তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০২৬
ইওআই আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১ আগস্ট, ২০২৬
সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ডেভেলপারদের উপস্থাপনা : এ বিষয়ে পরবর্তীতে পৃথকভাবে জানানো হবে।

৮. দাবিত্যাগ
- এই ইওআই শুধুমাত্র আগ্রহ প্রকাশের একটি আমন্ত্রণ এবং এটিকে কোনো টেন্ডার বা প্রস্তাবনার অনুরোধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।
- কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ইওআই প্রক্রিয়া গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার বিবিসিএল-এর রয়েছে।
- ইওআই জমা দেওয়ার ফলে বিবিসিএল এবং কোনো আবেদনকারীর মধ্যে কোনো চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি হবে না।
- ইওআই প্রস্তুত ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের যাবতীয় খরচ তাদের নিজেদেরই বহন করতে হবে।
- বিবিসিএল কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই যেকোনো পর্যায়ে ইওআই প্রক্রিয়া পরিবর্তন, সংশোধন বা প্রত্যাহার করতে পারে।
- এক বা একাধিক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীর সাথে আলোচনা বা দরকষাকষির অধিকার বিবিসিএল সংরক্ষণ করে।
- সফল ডেভেলপারকে অনুমোদিত রেজোলিউশন প্ল্যান, প্রযোজ্য আইন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত শর্তাবলী অনুযায়ী চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

বারুইপুর ব্লুমফিল্ড সিটি লি. এর ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে ও জন্য
মৃণাল সাহা
ডিরেক্টর,
ডিন : ১০৩৭১৩৫৯, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৮৩৩২৪০০৭,
যোগাযোগের ইমেল ঠিকানা : baruipurbloomfieldcityltd@gmail.com

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

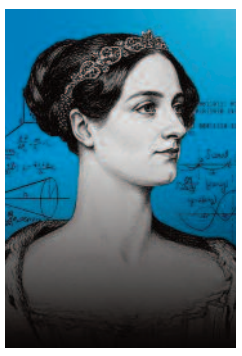

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার

যন্ত্র গণকের জননী

অ্যাডা লাভলেস

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

১৯৩৫-৩৬ সালে প্রথম আধুনিক কম্পিউটারের জন্ম হয়। তার প্রায় ১০০ বছর আগে, যখন কম্পিউটার শব্দটা শুধু বিমূর্ত ধারণাই দিত, তখন কম্পিউটার বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পারা সহজ কাজ ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এমন ভাবনা ছিল আকাশ কুসুম কল্পনার মতো। উনিশ শতকের বিজ্ঞান জগতে যে কয়েকজন মেয়ে নিজেদের যোগ্যতায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন অ্যাডা লাভলেস ছিলেন তাদেরই একজন।

অ্যাডা লাভলেস ছিলেন একদিকে একজন গণিতবিদ , অন্যদিকে একজন সাহিত্যিক। গণিত ও কবিতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধ তৈরি করেছিলেন তিনি, যা তাঁকে আধুনিক কম্পিউটিংয়ের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডের ১০ ডিসেম্বর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার অ্যাডা লাভলেস। তার পুরো নাম ছিল অ্যাডা অগাস্টা কিং। অ্যাডা লাভলেসের বাবা ছিলেন প্রখ্যাত রোমান্টিক কবি লর্ড বায়রন। বায়রনের সৎ-বোন অগাস্টা লেই এর নামেই রাখা হয় মেয়ের নাম । বায়রন অবশ্য তাকে ডাকতেন অ্যাডা নামে । লর্ড বায়রনের ইচ্ছা ছিল তার সন্তান হবে একজন 'মহিমান্বিত পুরুষ'। কিন্তু, কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ায় বায়রনের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

অ্যাডার মা ছিলেন অ্যান ইসাবেলা মিলব্যাঙ্ক। জন্মের মাত্র এক মাস পরে তার মদ্যপ, বদমেজাজি এবং উন্মাদ প্রকৃতির বাবা তাকে এবং তার মা ইসাবেলাকে ত্যাগ করে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। এই বিচ্ছেদের পরে অ্যাডার প্রতি নিজের প্রায় সব আকর্ষণই হারিয়ে ফেলেন লেডি বায়রনও। অ্যাডার শৈশবের দিনগুলিতে বাবা মা কেউই পাশে ছিলেন না । অশীতিপর বৃদ্ধ মাতামহী লেডি মিলবানকের কাছে থাকতেন তিনি। আয়াদের পরিচর্যায় বড় হয়েছিলেন অ্যাডা।

মেয়ের থেকে আলাদা থাকলেও ইসাবেলা কিন্তু অ্যাডার লেখাপড়ার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। এর জন্য তিনি তার পরিচিত দু-তিন জনকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি চাইতেন অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে মেয়ে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্ব দিক। অ্যাডার যখন মাত্র ১০ বছর বয়স তখনই ইসাবেলা অ্যাডার মধ্যে সুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা আবিষ্কার করেন। ইসাবেলা মনে করতেন সাহিত্য চর্চা মানুষকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। আসলে লর্ড বায়রনের নৈতিক স্খলন দেখে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন ইসাবেলা। তিনি চাননি সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে মেয়েও বাবার পথের যাত্রী হয়ে উঠুক। এই কারনে মেয়েকে সাহিত্য চর্চা থেকে দূরে এবং বিজ্ঞান চর্চার কাছে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

অ্যাডার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে নিজের কাছে নিয়ে চলে আসেন ইসাবেলা বায়রন।

ছোটবেলা থেকেই অ্যাডা লাভলেস অসুস্থ ছিলেন । আট বছর বয়সে মাথাব্যাথার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যায় । ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি হামে আক্রান্ত হওয়ার পরে যথাযথ পরিচর্যার অভাবে রুগ্নও হয়ে পড়েছিলন । তাঁকে প্রায় এক বছর বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে কাটাতে হয়। সেই সময়ে তিনি ক্রাচের সাহায্যে হাটতেন। কিন্তু, তার অসুস্থতা সত্ত্বেও পড়াশোনা থেমে থাকেনি। ইসাবেলা তার মেয়ে অ্যাডাকে গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক কাঠামো, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে শেখানোর জন্য একজন খ্যাতিমান শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন , এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা তার মেয়েকে পিতা লর্ড বায়রনের গুরুগম্ভীর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত চরিত্রের বিকাশ থেকে রক্ষা করবে। মায়ের কারণেই অ্যাডা ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী হয়ে ও উঠেছিলেন। যদিও সেই সময়ে ইংল্যান্ডে নারীশিক্ষার পথ একবারেই সুগম ছিল না। তবে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেতেন। সেই সূত্রে অ্যাডাও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং গণিতে ও প্রযুক্তিতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অগাস্টাস ডি মরর, মেরিউইলিয়াম ফ্রেন্ড, উইলিয়াম কিং, সমারভিলের মতো বিখ্যাত সব গণিতবিদেরা।

পড়তে পড়তেই ম্যারি সমারভিল-এর সাথে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সমারভিল ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম একজন সেরা গণিতবিদ। সমারভিলের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা অবশ্য গণিত শেখার সূত্র ধরেই ।

১৮৩৩ সালে ম্যারি তার সাথে আধুনিক কম্পিউটারের জনক হিসেবে পরিচিত চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন । ব্যাবেজ তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের লুকেসিয়ান অধ্যাপক। তিনি একটি যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর ডিফারেন্স ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করছিলেন। ব্যাবেজ দ্রুতই আরও জটিল একটি যন্ত্র অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের নকশা তৈরি করতে শুরু করেন। ব্যাবেজ এই ইঞ্জিনকে একটি সাধারণ যান্ত্রিক ক্যালকুলেটরের চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে দেখেছিলেন। অ্যাডার সাথে পরিচয় হওয়ার পরে ব্যাবেজ অ্যাডা'র অসাধারণ ধীশক্তি, সাবলিল লেখনী এবং প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

গণিতশাস্ত্রে আগ্রহ দেখে ব্যাবেজ অ্যাডা ও তার মাকে আমন্ত্রণ জানালেন তার ডিফারেন্স ইঞ্জিন দেখার জন্য। ব্যাবেজের এই আমন্ত্রণের সূত্রে অ্যাডা লাভলেস ব্যাবেজের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অ্যাডা ব্যাবেজের কাজকে শুধু একটি গণনার যন্ত্র হিসেবে দেখেননি, বরং এর অসীম সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন। এর মধ্যেই 'জ্যাকার্ড লুম' নামক একটি বস্ত্রবুনন যন্ত্র অ্যাডার জন্য নজরে আসে। এই যন্ত্রের কৌশলই তার ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। জ্যাকার্ড লুম যন্ত্রটি পরিচালিত হতো একপ্রকার পাঞ্চকার্ডের মাধ্যমে। যন্ত্রে নির্দিষ্ট রকমের পাঞ্চকার্ড প্রবেশ করালে নির্দিষ্ট ধরনের বয়ন পরিচালিত হতো। এ ব্যাপারটিকে তিনি যন্ত্রের প্রতি নির্দেশনা তথা 'মেশিন কোড' হিসেবে অভিহিত করেন। প্রোগ্রামিং এর ধারণা তখন থেকেই ঘুরতে থাকে অ্যাডা লাভলেসের মাথায়। কিন্তু সেই সময়ে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং থেকে যায় আঁতুড়ঘরেই।

১৮৩৫ সালে আর্ল অব লাভলেস, অষ্টম বায়রন, উইলিয়ামকে কিং কে বিয়ে করেন অ্যাডা। সেখান থেকেই অ্যাডা বায়রন হয়ে ওঠেন অ্যাডা লাভলেস।

১৮৩৬-৩৯ এই তিন বছরের মধ্যেই তাদের তিন সন্তান বায়রন , অ্যানবেলা এবং রালফ গর্ডনের জন্ম হয় । ঘন ঘন সন্তানের জন্মদান এবং তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকায় অ্যাডা এই সময়টা গাণিতিক জগত থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু, ডিফারেন্স ইঞ্জিন ভুলতে পারেননি। দ্রুতই নিজের পুরনো ভালোবাসা গণিতের কাছে ফিরে গেলেন। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত গণিতবিদ ডি মরগানের সাথে শুরু করলেন উচ্চতর সব গাণিতিক সমস্যা সমাধানের কাজ।

১৮৪১ সালের দিকে চার্লস ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিনের চেয়ে অধিকতর আধুনিক এবং জটিল কম্পিউটার 'অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন' এর ধারণা উপস্থাপন করেন। কম্পিউটারের ইতিহাসে এটি ছিল একটি বৈপ্লবিক অধ্যায়। তবে অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের ধারণা সে সময়ের সাপেক্ষে এত অগ্রসর ছিল যে অধিকাংশের কাছেই সেটি বোধগম্যতার বাইরে ছিল।

লুইজি মেনাব্রিয়া নামের এক ফরাসি ব্যাবেজের লেকচার শুনে ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে 'দ্য স্কেচ অব চার্লস ব্যাবেজ'স অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন' নামে ফরাসি ভাষায় একটি বই লিখেছিলেন । বইটি ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অ্যাডা। তার অনুবাদ এতটাই প্রাঞ্জল হয়েছিল যে, ব্যাবেজ তাকে এরকম একটি কাজ নিজে থেকে করার জন্য অনুপ্রেরণা দেন।

এই অনুপ্রেরণা বৃথা যায়নি। ১৮৪২,৪৩ সালের মধ্যে অ্যাডা সেই অনুবাদের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য বা টীকা যোগ করে প্রকাশ করলেন। সেটী মূল প্রবন্ধের চেয়েও তিন গুণ বড় ছিল। এই টীকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'টীকা জি'। এই অংশে, অ্যাডা অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন ব্যবহার করে বার্নোলি সংখ্যা গণনা করার জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরি করেন। এটি ছিল একটি যন্ত্রকে ধাপে ধাপে নির্দেশ দেওয়ার জন্য তৈরি করা প্রথম বিস্তারিত অ্যালগরিদম, যা একটি প্রোগ্রামিং কোডের মতো কাজ করেছিল। এই কাজের জন্যই অ্যাডা লাভলেসকে বিশ্বের প্রথম 'কম্পিউটার প্রোগ্রামার' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ব্যাবেজ ইঞ্জিনের গাণিতিক হিসাবগুলো কোন পদ্ধতিতে কাজ করে সেটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এক্ষেত্রে ব্যাবেজকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন অ্যাডা। তিনি অসংখ্য বীজগাণিতিক উপায় যোগ করেন তার নোটগুলোতে। অন্যদিকে 'বার্নোলি সংখ্যা' নামক একটি জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন ব্যাবেজ। অ্যাডা এই সমস্যারও সমাধান করেন। তিনিই পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার অ্যালগরিদম রচনা করেন। বার্নোলি সংখ্যার এই অ্যালগরিদমের জন্যই অ্যাডা লাভলেসকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার।

আজকের যুগের আধুনিক কম্পিউটারের ধারণা প্রবর্তনে ব্যাবেজের পাশাপাশি অ্যাডার ভূমিকাও ছিল অপরিসীম। অ্যালগরিদম রচনা করার পরে তিনি অনুধাবন করেছিলেন, অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন কেবল গণনাযন্ত্র হিসেবে নয়, ব্যবহৃত হতে পারে আরো অসংখ্য কাজে। তিনি তার নোটে লিখেছিলেন, যে কোনো বিষয় যেমন গান, ছবি ইত্যাদিকে যদি সংখ্যায় পরিণত করার উপায় খুঁজে বের করা যায়, তাহলে কম্পিউটারের মাধ্যমে তার পরিবর্তন করা সম্ভব। অ্যাডা লাভলেস সেদিন যে উপায় খোঁজার কথা বলেছিলেন, ১৭ শতকে জার্মান গণিতবিদ গটফ্রিড উইলহেম লিবনিজ ০ এবং ১ ব্যবহার করে সেই উপায় খুঁজে পেলেন , যাকে আজ আমরা জানি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হিসেবে। অ্যাডাই প্রথম কম্পিউটারকে 'গণনাযন্ত্র' পরিচয় থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারনেই অ্যাডাকে আধুনিক কম্পিউটারের জননী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক টাইমসে তাকে নিয়ে লেখা একটি নিবন্ধ অনুসারে, 'বর্তমানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের সাথে বিশ্বের প্রচুর ডেভেলপার, প্রোগ্রামার এবং বিজ্ঞানী জড়িত রয়েছেন। বিশ্বের এই বৃহৎ প্রযুক্তিক্ষেত্র গড়ে ওঠার পেছনে অ্যাডা লাভলেসের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ব্যাবেজ প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করার সময় লাভলেসের আবিষ্কারগুলোর সমন্বয়ের ফলেই কম্পিউটার প্রযুক্তি আজকের এই অত্যাধুনিক পর্যায়ে এসেছে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে সত্যিকারের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। হয়তো এই কারনেই তাকে 'লেডি ফেয়ারি' বলে ডাকতেন ব্যাবেজ।

একজন গণিতজ্ঞ এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও ডেভেলপারের পাশাপাশি অ্যাডা কবিতাও লিখেছেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, সংবেশন নিয়ে বিস্তর পড়ালেখা করেছেন। নিজের গাণিতিক সংশয়গুলোকে কবিতার সাথে মিলিয়ে ফেলতেন অধিকাংশ সময়। তার এসব কাজকে অনেকে 'পোয়েটিকাল সায়েন্স' বলেও অভিহিত করেছেন। অ্যাডা অবশ্য নিজেকে বিশ্লেষক এবং দার্শনিক বলতেই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি আকাশে উড়ন্ত বস্তু সম্পর্কেও অবিশ্বাস্যভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি পাখিদেরকে সামনে থেকে পর্যবেক্ষণ করতেন। এমনকি তিনি তার নিজস্ব চিত্রের সাহায্যে 'ফ্লাইওলজি' নামে একটি গাইডও তৈরি করেছিলেন। যুগান্তকারী অ্যালগরিদম রচনার কিছুকাল পরই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে

১৮৫২ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অ্যাডা লাভলেস মারা যান। মৃত্যুর পরে তার ইচ্ছা অনুযায়ী নটিংহামের সেন্ট ম্যারি মাগদালিন চার্চে পিতার পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ তাঁর সম্মানে একটি প্রোগ্রামিং ভাষার নাম রাখে অ্যাডা।

অ্যাডার মৃত্যুর পরে অর্থনৈতিক সংকটের কারনে ব্যাবেজ তার গবেষণা আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে, তাদের স্বপ্নের অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন আর কোনোদিন আলোর মুখ দেখেনি। অনেকেই মনে করেন, যদি অ্যাডা এত দ্রুত মারা না যেতেন, তাহলে কম্পিউটারের অগ্রগতি হয়তো এতদিনে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যেত। কম্পিউটিং এবং প্রোগ্রামিং এ বিশেষ অবদানের কারণে আজও ২৪ মার্চ 'অ্যাডা লাভলেস দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

শরৎকুমারী চৌধুরানী

সাহিত্যচর্চায় কৃতী বঙ্গনারী

রাজু পারাল

মাতৃভাষার পরম অনুরাগী শরৎকুমারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি - ভারতী, সাধনা, ভান্ডার, বঙ্গদর্শন, ধ্রুব, সবুজপত্র, মানসী ও মর্মবাণী, বিশ্বভারতী ইত্যাদি। চমৎকার হাতের লেখার কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্লট বলে দিয়ে সহায়তা করতেন শরৎকুমারীকে। সেই প্লট ধরে গল্প লিখতেন লেখিকা শরৎকুমারী। লেখার শেষে গুটি গুটি পায়ে দাঁড়াতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। লেখা ভালো হলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসাহিত হয়ে আরও বেশি করে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করতেন শরৎকুমারী চৌধুরানী।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীকে ডাকতেন 'লাহোরিনী' বলে। কেন ঐ নামে ডাকতেন? কারণ ব্যারাকপুরের চানকের মাতুলালয়ে জন্ম হলেও শরৎকুমারী দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন লাহোরে। তাই রবীন্দ্রনাথের ঐরকম নামকরণ। আসলে তাঁর পিতা শশিভূষণ বসুর কর্মস্থল ছিল লাহোরে। সেখানেই তিন বছর বয়সে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে ভর্তি হন শরৎকুমারী। ছয় বছর বয়সে লাহোর ইউরোপিয়ান বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্রী হিসেবে ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। দশ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হাওড়ার আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের অ্যাটর্নি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। স্বামী — স্ত্রী দু'জনেরই ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। অক্ষয়চন্দ্র নিজেও যুক্ত ছিলেন লেখা-লেখির সঙ্গে। লেখক হিসেবে খুব বেশি পরিচিতি না পেলেও 'উদাসিনী ' , ' ভারত গাথা ' এবং 'সাগর সংগমে' নামক বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন তিনি । তবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লেখার ব্যাপারে খুব উৎসাহিত করতেন। স্বামী অক্ষয় চন্দ্রের কাছ থেকে শরৎকুমারীও প্রেরণা পেতেন যথেষ্ঠ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎকুমারী উভয়েই ছিলেন সমবয়সী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত বসত সাহিত্য ও আলোচনাসভা। তাতে যেমন অংশ নিতেন শরৎকুমারী তেমন অংশ নিতেন সাহিত্য - সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। তৎকালীন সময়ে এই বাড়ি থেকেই প্রকাশিত হত বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকতেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য - সদস্যারাই। সে সময়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা - সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংখ্যা থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। নিয়মিত প্রকাশ পেত তাঁর লেখা। পরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও তিনি সামলেছেন। পাশাপাশি 'ভারতী' সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন শরৎকুমারী। পত্রিকার দায়িত্ব সামলানোর সাথে সাথে নিজেও লিখে গেছেন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে। তাঁর লেখায় ফুটে উঠত নারী জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং বাস্তব চিত্র। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আসর মাতিয়ে রাখতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

মাতৃভাষার পরম অনুরাগী শরৎকুমারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি - ভারতী, সাধনা, ভান্ডার, বঙ্গদর্শন, ধ্রুব, সবুজপত্র, মানসী ও মর্মবাণী, বিশ্বভারতী ইত্যাদি। চমৎকার হাতের লেখার কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্লট বলে দিয়ে সহায়তা করতেন শরৎকুমারীকে। সেই প্লট ধরে গল্প লিখতেন লেখিকা শরৎকুমারী। লেখার শেষে গুটি গুটি পায়ে দাঁড়াতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। লেখা ভালো হলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসাহিত হয়ে আরও বেশি করে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করতেন শরৎকুমারী চৌধুরানী। শরৎকুমারী চৌধুরানীর লেখা প্রথম উপন্যাস 'শুভবিবাহ' সেকালে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। তবে একমাত্র 'শুভবিবাহ' (১৯০৬) ছাড়া কোন রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি শরৎকুমারীর। এই রচনাটি সম্পর্কে

'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্তৃত সমালোচনা করে লিখেছিলেন 'খরোমান্টিক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব, এজন্য এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।'

পরবর্তী সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের যৌথ সম্পাদনায় 'শরৎকুমারী চৌধুরাণী রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তাঁর রচনা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল জীবন দ্বীপ নিভে যায় এই বঙ্গনারীর। অস্বীকার করার উপায় নেই, সমকালে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন সাহিত্য প্রতিভায় ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে।